THE HARE PRIZE FUND ESSAY

MOHILABALLY.

OR

EXEMPLARY FEMALE BIOGRAPHY.

PART I.

BY

GOPEE KISSEN MITTRA.

মহিলাবলী।

অর্থাৎ

কীর্ত্তিমতী মহিলাগণের জীবন চরিত।

প্রথম ভাগ।

শ্রীগোপীকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

মুদিয়ালী মিত্র যন্ত্রে মুদ্রিত।

Price 6. *Annas* মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

THE HARE PRIZE FUND.

THE Hare Prize Fund is for the preparati of standard works in the Bengali langua calculated to elevate the female mind.

ADJUDICATORS.

Baboo Debendernath Tagore, Baboo Ra gopaul Ghose and the Revd. Professor K. Banarjee with power to add to their numb Baboo Pearychand Mittra *Secretary*:

বিজ্ঞাপন।

জগদীশ্বরের কৃপায় ন্যূনাধিক বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশে হিন্দুমহিলাগণের শিক্ষা-প্রথা ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এবিষয়ে লোকের পূর্ব্বে যে সমস্ত বদ্ধমূল কুসংস্কার ছিল, ক্রমশঃ তাহার উচ্ছেদ হইতেছে। এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় সাধারণের আর স্ত্রীশিক্ষা অহিতকর বোধ হয় না; ইহার আবশ্যকতা অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে: কিন্তু অদ্যাপি এবিষয়ের সুপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই অবস্থার ভিন্নতা বিবেচনা করিয়া তদুপযোগিনী শিক্ষা-প্রণালী ধার্য্য করা বিধেয়। পুরুষকে স্ত্রী লোকের ন্যায় শিক্ষা-প্রদান যদ্রূপ অযোগ্য ও বিফল, স্ত্রীলোককেও পুরুষের ন্যায় উপদেশ দানে তদ্রূপ ফল দৃষ্ট হয়। পুরুষকে নানা প্রকার বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয় বলিয়া সকল প্রকার বিদ্যার আলোচনা তাহার পক্ষে কর্ত্তব্য। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে বিষয়-কর্ম্মে ব্যাপৃত হইতে হয় না; গৃহ-কর্ম্ম সুকৌশলে নির্ব্বাহ, স্বামী ও সন্তান সন্ততি প্রতিপালন, পিতামাতা ও ভ্রাতা ভগিনী, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবাসীর প্রতি ভক্তি ও স্নেহ করাই তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কি প্রকারে সুচারু রূপে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়, কি প্রকারে স্বজনগণের ক্লেশ-বিমোচন ও সুখ-বর্দ্ধন হয়, নিরন্তর তাহার সদুপায় উদ্ভাবন করাই তাহাদের ধর্ম্ম। সে কার্য্য নির্ব্বাহার্থ

বাল্যকালাবধি সদুপদেশ পাইলেই স্ত্রীজাতির পক্ষে মঙ্গল। এই উপদেশ যে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়, স্ত্রীজাতির পক্ষে সেই উৎকৃষ্ট স্থান, যিনি তাহা প্রদান করেন, তিনিই তাহাদের যথার্থ বন্ধু, এবং যে উপায় দ্বারা তাহারা তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়, সেই সদুপায়। স্ত্রীজাতিই সংসারের সারভূত। তাহাদের গুণদোষে গৃহ সুখের আবাস ও অসুখের আকর হইয়া উঠে। পুরুষ নানাপ্রকার অবস্থার অধীন, এবং অশেষবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা তাঁহার ভাগ্য। স্ত্রীপুত্র পরিবারই কেবল তাঁহার উক্ত যন্ত্রণা নিবারণের আকর; কিন্তু প্রিয়া সচ্চরিত্রা না হইলে সংসারের জ্বালা উক্ত যন্ত্রণা অপেক্ষা শত গুণ প্রবল হইয়া উঠে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এতদ্দেশে বালিকা-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী বালক-বিদ্যালয়ের প্রথা হইতে অণুমাত্র ভিন্ন নহে। তথায় যে উপদেশ প্রদত্ত হয়, তাহাতে বিশেষ ফল দর্শিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তথায় যে সকল পুস্তকের পাঠনা হয়, তাহার অধিকাংশই বালশিক্ষোপযোগী; স্ত্রীশিক্ষার উপযুক্ত নহে। এই কারণে আমি কতিপয় মহানুভব ও জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্মপরায়ণ স্ত্রীলোকের গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রকাশ করিলাম, ইহাতে অবশ্যই প্রাগুক্ত বিষয় সকলের শিক্ষালাভ হইতে পারিবে। অতএব, এই পুস্তক দ্বারা যদি একটী মাত্র হিন্দুমহিলা স্বীয় চরিত্র সংশোধনে সক্ষম হন, তাহা হইলে আমার সমুদায় পরিশ্রম সফল ও আপনাকে

কৃতার্থ বোধ করিব। ইহা ইংরেজী পুস্তক অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গলা ভাষায় সংগৃহীত হইয়াছে।

মদ্রচিত এই গ্রন্থ কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কেবল প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষা-বান্ধব এবং স্ত্রীবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয়েরা বালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তক মধ্যে এই গ্রন্থকে নিবিষ্ট করিলে অপর খণ্ড গুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

আমার এই রচনায় অনেক দোষ থাকিতেও পারে; কিন্তু ইহার মর্ম্ম বিবেচনা করিলে বালিকাগণের হস্তে ইহা ন্যস্ত করিতে অনেকেরই ঔৎসুক্য জন্মিবে। এতৎ পাঠে তাহাদের অশেষ উপকার দর্শিতে পারিবে।

কলিকাতা হিন্দুস্কুল } শ্রীগোপীকৃষ্ণ মিত্র।
১২৭৪ }

মহিলাবলী

ইলিজেবেথ্ ফ্রাই।

এই গুণবতী নারী ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী নর্‌উইচ্ নগরের সন্নিহিত আর্লহাম গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তাঁহার দয়াধর্ম্ম ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য এবং প্রতিবাসীর ক্লেশ ও দুঃখ বিমোচনে প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার পরোপকারের ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রসারিত হইতে লাগিল। বাল্যকাল-প্রতিষ্ঠিত দয়ার বীজ ক্রমশঃ সাধারণ-হিতৈষিতার সূত্র হইয়া উঠিল, এবং পূর্ব্বে যে সকল সৎকর্ম্ম কেবল উপচিকীর্ষাবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সম্পাদন করিতেন, এক্ষণে তাহা ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সহকারে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। স্বগ্রামস্থ দরিদ্র বালকদিগের শিক্ষার্থ তাঁহার পিতৃগৃহে একটী পাঠশালা স্থাপিত করিলেন। তিনি তাহার তত্ত্বাবধানে সাতিশয় সুখানুভব করিলেন। উক্ত বালকদিগকে শিক্ষা প্রদানে ও ধর্ম্মপথে আনয়নে তিনি সম্যক্ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে যে সর্ব্বদা তর্জ্জন ও তাড়না না করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান

করিলে ছাত্রবর্গের বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। যদিও তিনি এ প্রকার অনেক সৎকর্ম্মে নিযুক্তা ছিলেন, তথাপি তদীয় উদার-স্বভাব ও সঙ্গিগণের বিষয়ভোগ লালসা বশতঃ তাঁহার সাংসারিক সুখে এমত আসক্তা হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল যে তদ্দ্বারা সৎকর্ম্ম সাধনার্থ যে পরিমাণে গাম্ভীর্য্য ও নম্রতা আবশ্যক, তাহা তিরোহিত হইত। কিন্তু অমূলক ঐহিক সুখাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বিষয়ে মনোযোগী হওয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার ছিল। একদা কোন সাংঘাতিক পীড়িতাবস্থায় তাঁহার এরূপ দিব্য জ্ঞান জন্মিল, যে জীবন নশ্বর, ইন্দ্রিয় সুখ বৃথা এবং ইন্দ্রিয়ের বৈলক্ষণ্য হইলেই ইন্দ্রিয় সুখ ধ্বংস হয়। অনন্তর আরোগ্য লাভ করিলে পর, লোকের পরমেশ্বর ও মনুষ্য-বর্গের সহিত যে সম্পর্ক তদ্বিষয়ক জ্ঞান তাঁহার অন্তঃকরণে দৃঢ়ীভূত হইল। যে সমস্ত ইন্দ্রিয় সুখ এ পর্য্যন্ত তাঁহার সৎপথের অন্তরায় স্বরূপ ছিল, ক্রমে তাহা পরিত্যাগ করিয়া, স্বপরিবার মধ্যে এরূপ নিখিল-গুণসম্পন্ন হইয়া বাস করিতে লাগিলেন যদ্দ্বারা গৃহ দয়াধর্ম্ম, শান্তি, প্রেম ও ঐক্যের আবাস হইয়া উঠিল। পরিবার মধ্যে থাকিয়া তাঁহার পিতা, ভ্রাতা ও ভগিনীদের সুখ সন্তোষের কারণ হইলেন। নিঃস্বার্থ হইয়া সাধারণ-হিতৈষিতা অবলম্বন করিলেন। গুরুতর ও ভয়ানক পাপের সহিত তিনি এমত সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, যে কোন বাধা, বিপদ, অথবা অধার্ম্মিকদিগের কঠিনান্তঃকরণ, তাঁহাকে অকৃতকার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন নগরস্থ এক বণিকের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়াতে তিনি পতির সহিত ঐ নগরে বাস করিতে লাগিলেন। পতি ও সন্তান সন্ততির রক্ষণাবেক্ষণ ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইলেও তিনি পরোপকারে পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি দরিদ্রদিগের পরমোপকারিণী সখী ছিলেন। তাহাদিগের কুটীরে গমন করিয়া দয়ার পাত্র দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগের দুঃখ দূর করিতেন। বিবাহের কিয়ৎ কাল পরে তাঁহার মনে এই দৃঢ় সংস্কার জন্মিল, যে জগদীশ্বর মনুষ্য বর্গের যে অসীম উপকার করিতেছেন, তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাত করা তাঁহার নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই হেতু তাঁহার ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালীন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সৎপথে আনয়নার্থ নম্র ও সুমধুরভাবে উপদেশ দানে-কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রগাঢ় অনুরাগ ও অসীম দয়া বৃত্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া তিনি দুষ্কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে এই রূপ জ্ঞান দান করিতে লাগিলেন যে তাহারা মনুষ্য বর্গের দয়ার পাত্র ও জগদীশ্বরের অনুগ্রহ ভাজন ছিল।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নিউগেট্ কারাগারের ভয়ানক দুরবস্থা জ্ঞাত হইয়া তিনি তথায় যাত্রা করেন। তথায় ঊর্দ্ধ-সংখ্যা ৪৮০ জনের অবস্থানের উপযুক্ত স্থান ছিল; তথাপি তথায় ১২০০ (বারশত) বন্দী আবদ্ধ ছিল। স্ত্রী কারাগারের এরূপ বর্ণনাতীত হীনাবস্থা ছিল, যে দুইটী ছোট ও দুইটী বড় ঘরের মধ্যে ৩০০ শত স্ত্রীলোক আবদ্ধ ছিল। ইহা-দিগের মধ্যে কতক গুলির প্রতি কেবল দোষারোপ মাত্র

এবং কতক গুলিকে দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল। এই স্থানেই তাহারা বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ, সন্তানাদি লালন পালন, রন্ধন, ভোজন, বস্ত্রাদি প্রক্ষালন এবং শয়ন করিত। কখন কখন ১২০ জন স্ত্রীলোক এক ঘরের মধ্যে ভুমিতে শয়ন করিত। তাহারা অনেকেই প্রায় বিবস্ত্রা ছিল এবং প্রকাশ্যরূপে মদ্রিকা পান করিয়া যশস্বিনী বিবি ফ্রাইর সম্মুখে পরস্পর অভিসম্পাত ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিত। এস্থানে সকলেই অপরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট ছিল। কারারক্ষকগণ এস্থানে প্রায়ই যাইত না এবং বিবি ফ্রাই যৎকালে তথায় গমনোদ্যত হইলেন, তখন তাহারা কহিল, যে তাঁহার ঘড়ী বাহিরে রাখিয়া গমন না করিলে তৎক্ষণাৎ অপহৃত হইবেক। তাহাদিগের মধ্যে দুইনারী একটী জীবিত বালককে পরিধান করাইবার নিমিত্ত একটী মৃত বালকের বস্ত্র খুলিয়া লইতেছিল; ইহাতেই বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে যে তাহারা কিপর্য্যন্ত নীচাশয়া ও দুরবস্থায় পতিত ছিল। বিবি ফ্রাই কহেন "যে এস্থানের অপরিষ্কারতা, বায়ুশূন্যতা, স্ত্রীলোকদিগের পরস্পর নিষ্ঠুর ব্যবহার এবং পাপ পরায়ণতা যে কত দূর ছিল, তাহা বর্ণনাতীত।" এই দুর্ব্বৃত্তাদিগকে মানবজাতি মধ্যে গণ্য করিয়া তাহাদিগের জন্য যে দুঃখ প্রকাশ ও প্রেম এবং উপকার বিতরণে তিনি যে সাহস প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তাহাদিগকে তিনি বস্ত্র বিতরণ করিতেন, এবং এমন সুমধুরস্বরে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন, যে তাহাদিগের মনে শীঘ্র ধর্ম্ম বোধ এবং চক্ষু হইতে

প্রেমাশ্রু পতিত হইত। উক্ত কারাগার দৃষ্টি করিয়া তাঁহার বিলক্ষণ বোধ হইল, যে তৎসংশোধনার্থ অনেক যত্ন করা আবশ্যক, কিন্তু তিন বৎসর পর্য্যন্ত কোন ঘটনা বশতঃ তাঁহার পরিশ্রম বৃথা হইল।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালে তিনি দেখিলেন, যে উক্ত কারাগারের অনেক দোষ সংশোধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ স্ত্রী বন্দিনীগণ বাসার্থ অধিক স্থান ও শয়নার্থ মাদুর প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং যে সকল লোক তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তাহারা তাহাদিগের সহিত একত্রিত না হইতে পারে, এজন্য দ্বার সকল লৌহ গরাদিয়া দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এপর্য্যন্ত স্ত্রীগণ জূয়াখেলা, অপাঠ্য গ্রন্থ পাঠ, ভিক্ষা এবং খেলালব্ধ মুদ্রা বিভাগ করাতে কালক্ষেপ করিত, ও কোন গণক ভাবী শুভাশুভ গণনার ছলে তাহাদিগের অর্থাপহরণ করিত। অনন্তর তাহারা দুষ্কর্ম্মের পরিবর্ত্তে কেবল কার্য্য হস্তা আলস্য সেবায় কাল যাপন করিত। বিবি ফ্রাই প্রথমতঃ ৭০টী ছাত্রীকে শিক্ষা দানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এ বিষয় প্রস্তাব করিবা-মাত্র অতি দুর্ব্বৃত্তা জননীরাও আহ্লাদ পূর্ব্বক স্বীকার এবং যুবতী বালিকাগণ উপদেশ প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। কারারক্ষকগণ অনতিবিলম্বেই তাঁহার অভিপ্রায়ের উৎকর্ষ স্বীকার করিল বটে, কিন্তু তাঁহার পরিশ্রম যে বিফল হইবেক, ইহা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল। এই দয়ার কার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত তিনি এত ব্যগ্র ছিলেন, যে উক্ত কারাগারস্থ কোন কর্ম্মচারী শিক্ষা

দানের উপযুক্ত স্থান নাই, একথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেও তিনি নিরুৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম হইলেন না, বরং উক্ত কারাগারস্থ স্ত্রীবন্দিনীদের গৃহে স্থানান্বেষণার্থ মৃদুভাবে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অনুমতি প্রাপ্ত হইলে তিনি কারাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক একটী জন-শূন্য ক্ষুদ্র গৃহ দেখিয়া তথায় পাঠশালা স্থাপন করিলেন।

বিবি ফ্রাইর সহিত একটী যুবতী স্ত্রী, (যিনি ইতিপূর্ব্বে নিউগেট্ কারা কখন সন্দর্শন করেন নাই, তিনি) তাঁহার বন্ধুকৃত দুষ্কর্ম্মান্বিতদের উদ্ধার সাধনে সাহায্যার্থ গমন করিলেন। যখন তাঁহারা উক্ত কারাস্থ পাঠশালায় প্রবেশ করিলেন, তখন দ্বারস্থ গরাদিয়া স্ত্রীলোকে আকীর্ণ হইয়া উঠিল, তন্মধ্যে অনেকেই অর্দ্ধনগ্ন, সম্মুখে দাঁড়াইবার জন্য কলহ এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। উক্ত যুবতী বোধ করিলেন যে, তিনি বন্য পশুর পিঞ্জর-মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, এবং দ্বার আবদ্ধ হইলে উক্ত উন্মত্ত সঙ্গিনীদিগের মধ্যে থাকিতে ভয় প্রকাশ করিলেন। বিবি ফ্রাই প্রথম দিবসে যে এত উন্নতি হইবেক, ইহা কখন আশা করেন নাই। সেই দিনেই অনেক যুবতী তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ ও কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলে তিনি স্থানাভাব প্রযুক্ত তাহাদিগের মনোবাঞ্ছা পুরণে অশক্তা হওয়াতে সাতিশয় ক্ষুব্ধা হইলেন। এই দরিদ্র অনাথা স্ত্রীদিগের স্থিরপ্রতিজ্ঞা এবং ব্যগ্রতা দেখিয়া বিবি ফ্রাই এবং তাঁহার সঙ্গিনী ত্বরায় একটী পাঠশালা স্থাপন করিলেন।

যখন এই সদভিপ্রায় উক্ত বিষয়কল্পনাকারী বন্ধুদিগের নিকট প্রথমে কথিত হইল, তখন তাঁহারা ইহা নিতান্ত অসাধ্য জ্ঞান করিয়া উপেক্ষা করত কহিলেন, প্রথমতঃ "উক্ত স্ত্রীদের শিল্প নৈপুণ্যার্থ যে সকল আদর্শ প্রদর্শিত হইবেক, তাহা তাহারা অপহরণ করিবেক।" দ্বিতীয়তঃ "স্ত্রীগণ বহুকাল পর্য্যন্ত পাপে ও আলস্যে লিপ্তা থাকাতে তাহারা নিতান্ত অবশীভূত হইয়া পড়িয়াছে।" তৃতীয়তঃ "এই নূতন কার্য্য আপাততঃ তাঁহাদের মনো রঞ্জন হইবেক বটে, কিন্তু উহা কখন চিরস্থায়ী হইবেক না।" ফলতঃ এ কল্পনা যে বিফল হইবে, ইহা সকলেরই দৃঢ় সংস্কার ছিল। কিন্তু কিছুতেই বিবি ফ্রাই এবং তদীয় সঙ্গিনীকে তাঁহাদিগের সংকল্পিত কার্য্য হইতে বিমুখ করিতে পারিল না। মনুষ্যের সাহায্য প্রাপ্তিতে নিরাশ হইয়া তাঁহারা পরমেশ্বরের সাহায্যের আশয়ে আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহারা কহিলেন, যে এই কার্য্যের সহকারিতার জন্য যদি কতকগুলি লোক পাওয়া যায়, এবং একটী স্ত্রীলোক অহর্নিশ উক্ত কারাগারে থাকিতে স্বীকৃতা হন, তাহা হইলে তাঁহারা ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন। যদবধি নগরবাসীরা তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদান না করে, তদবধি তাঁহারা নিজে ঐ সঙ্কল্পিত বিষয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন। এবং বন্দীদিগের হস্তে যে সমস্ত দ্রব্য সমর্পিত হইবেক তাহা অপহৃত হইলে তাঁহারা দায়ী হইবেন। এক জন পুরোহিতের স্ত্রী এবং বিবি ফ্রাই যে ধর্ম্ম-সভাস্থ ছিলেন, তত্রস্থ একাদশ জন সভ্য আপন আপন

কর্ম্ম পরিত্যাগ করত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এই মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ইহা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁ-হারা প্রায় সমস্ত সময় বন্দীদিগের সহিত বাস করিতেন। প্রতিদিবসে, প্রতি ঘণ্টায় তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ না কেহ ঐ স্থানে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগের সহিত মহাকষ্টদায়ক আহারের ক্লেশ সহ্য করিয়াও প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের এতাদৃশ পরিশ্রম ও শিষ্যগণের জ্ঞানোন্নতি দেখিয়াও বি-পক্ষগণের সন্দেহ ভঞ্জন হইল না। কারাধ্যক্ষগণ তাঁহাদি-গের একাগ্রতা প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু বিবি ফ্রাইকে কহিলেন, যে তিনি কদাচ একর্ম্মে কৃতকার্য্য হইতে পারি-বেন না। কিন্তু ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে বিশ্বাস ও ভরসা জন্মে, তাঁ-হাদিগের অন্তঃকরণে তাহা প্রবল থাকাতে তাঁহারা কোন বাধার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল আপনাদের উদ্দে-শ্যের প্রতি মনোযোগী হইলেন। তাঁহারা ভ্রান্ত ভগিনী-গণকে ধর্ম্মপথে আনয়নার্থ জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রায় ১০০ জন বন্দী তাঁহার সহিত কারাধ্যক্ষগণের নিকট আসিয়া শপথপূর্ব্বক স্বীকার করিল, যে তাহাদিগের উপকারিণীর (বিবি ফ্রাইর) নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে চলিবেক। তদনুসারে কতকগুলি সুনিয়ম স্থাপিত হইল, এবং পূর্ব্বে বন্দীগণ যে সমস্ত দুষ্কর্ম্মে রত ছিল তাহা এক্ষণে একবারে পরিত্যাগ করিল।

একমাসের পর ঐ হিতৈষিণী বনিতাগণ নিজ পরিশ্রমের ফল প্রদর্শনার্থ লণ্ডন নগরস্থ লার্ড মেয়র প্রভৃতি কর্ম্মচারী-

গণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। বন্দীগণ একত্রিত হইলে এক জন স্ত্রীলোক নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ধর্ম্মপুস্তকের এক অধ্যায় পাঠ করিলে পর, তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। পূর্ব্বে যেরূপ গোলযোগ, অপরিচ্ছন্নতা এবং অসৎব্যবহার দৃষ্ট হইত, তাহা এক্ষণে যে কত সংশোধিত হইল তাহা বর্ণনাতীত। বন্দীগণের ধর্ম্মপুস্তক পাঠের প্রতি অনুরাগ, নম্রব্যবহার, বশীভূততা, অন্যের প্রতি সম্মান এবং সন্তুষ্টচিত্ত দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্যের প্রতি তাহাদিগের অস্নেহ এবং তাহাদিগের প্রতি অন্যের অস্নেহ যাহা পূর্ব্বে দৃষ্ট হইত, এক্ষণে তাহা তিরোহিত হইল। তাহাদিগের প্রতি অন্যের দয়া দৃষ্টি করিয়া অন্যের প্রতি তাহাদেরও দয়া উপস্থিত হইল, এবং লোকে এক্ষণে এমত বিবেচনা করিল যে তাহাদিগের চরিত্র শোধন করা কোন ক্রমে দুঃসাধ্য নহে। কারাগারে আর দুষ্কর্ম্মের আলোচনা হইত না, ও তত্রস্থ দুষ্কর্ম্মান্বিত ও নির্লজ্জা স্ত্রীগণের হাস্য আর শ্রুত হইত না, এবং মহাপাপীগণ অভিসম্পাত ও বিদ্রূপ করিতে বিরত হইত। বিবি ফ্রাই ও তাঁহার সহকারিদিগের প্রসাদে তথায় কুশল, পরিষ্কারতা এবং সুশৃঙ্খলা বিরাজমান হইল। বন্দীগণের চরিত্র শোধনের এই প্রকার উপায় বিচারপতিদিগের বিলক্ষণ মনঃপূত হওয়াতে তাঁহারা তাহা নিউগেট্ কারা শাসনের নিয়মাবলী মধ্যে ভুক্ত করিলেন। পরন্তু তাঁহারা বিবি ফ্রাই ও তাঁহার সঙ্গীগণকে বিপুল ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিয়া এমত ক্ষমতা প্রদান করিলেন, যে তাঁহারা অবাধ্য

বন্দীগণকে কিছুকালের নিমিত্ত বিশেষরূপে আবদ্ধ করিয়া দণ্ড দিতে পারিবেন। আর যে স্ত্রীলোক কারা মধ্যে থাকিয়া উপদেশ প্রদান করিত তাহার ও ভরণপোষণের ব্যয় সাহায্য করিতেন।

এক বৎসর অতীত হইলেও এই সাধারণ হিতৈষিণী অঙ্গনাগণের সৎকর্ম্মের উত্তর উত্তর ফল বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং জ্যোতির্ম্ময় ধর্ম্মালোকের সম্মুখে তিমিরময় অধর্ম্ম ক্রমশঃ তিরোহিত হইল। যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বে এই মহৎ কার্য্যের সুসিদ্ধতার বিষয়ে সন্দেহ করিতেন, তাঁহারা এতাদৃশ পরিবর্ত্তন দৃষ্টে স্ব স্ব অন্তঃকরণের সংশয় দূরীকৃত করিলেন; এবং আপামর সাধারণ সকলেই ক্রমশঃ বন্দী স্ত্রীগণের চরিত্রের এমত অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দৃষ্টি করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বিবি ফ্রাই যে কেবল কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগের অবস্থা উন্নতির জন্য সচেষ্টিত ছিলেন. এমত নহে, তিনি নিজ সদভিপ্রায় সম্পাদনার্থে ক্ষিপ্তদিগের আবদ্ধস্থানে গতায়াত করিতেন। তথায় গমন পূর্ব্বক অধিক গোলযোগ ও কলহের মধ্যে বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থের কোন অংশ সুমিষ্টস্বরে পাঠ করিতেন; তদ্দ্বারা তাহারা ক্রমশঃ কথঞ্চিৎ আকৃষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহার পাঠ শ্রবণে প্রবৃত্ত হইত, এবং অবশেষে তথায় কেবল মনোযোগ ও নিস্তব্ধতা ব্যতীত আর কিছুই লক্ষিত হইত না। তন্মধ্যস্থ কোন কলহপরায়ণ যুবক সাতিশয় মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার পাঠ শুনিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিল, "বিবি ফ্রাই, স্বর্গীয় কিন্নরগণ তোমাকে তাহাদের

সুধাময় স্বরপ্রদান করিয়াছে।" সাধুতা এবং পরহিতৈষিতার গুণকীর্ত্তন করিতে হইলে অনেক জ্ঞানিব্যক্তিও এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন না। সপ্তাহের মধ্যে এক দিবস প্রাতঃকালে বিবি ফ্রাই নিয়মিতরূপে নিউগেট্ কারাগারে প্রবিষ্ট হইয়া বন্দীদিগকে ধর্ম্ম পুস্তক শ্রবণ করাইতেন। কারামধ্যে তিনি যাহাকে ইচ্ছা লইয়া যাইতে পারিতেন; তথায় তাঁহার পাঠশ্রবণার্থ অনেক স্বদেশীয়ও বিদেশীয় ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগমন হইত। বন্দীগণ ও অপর লোক এই সভাতে উপনীত হইয়া সাতিশয় মোহিত হইত।

বিবি ফ্রাই নিউগেট্ ব্যতীত নগরস্থ অন্যান্য স্ত্রীবন্দিনীদিগের মঙ্গলার্থে যত্নশীলা হইলেন। দুশ্চরিত্র সংশোধনার্থে তিনি যে সমস্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে নগরীয় রাজপুরুষেরা তাঁহার বিস্তর সাহায্য করেন। ইংলণ্ডীয় বন্দিনী স্ত্রীগণের অবস্থা উন্নতি নিমিত্ত যে সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা কেবল তাঁহারি যত্নে সুসম্পন্ন হইয়াছিল; এবং এপ্রকার সভা দেশের সমস্ত কারাগারের মধ্যে সংস্থাপিত হইল।

বিবি ফ্রাই পরহিতৈষিতা রসে আর্দ্র হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় ইউরোপীয় রাজগণের নিকট উত্থাপন করাতে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ডেনমার্ক, রুষিয়া, সুইট্জরলণ্ড, প্রুসিয়া, এবং জর্ম্মেনিতে তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হইল; এবং ফিলেডেল্ফিয়া ও আমেরিকার স্থানে স্থানে তদ্রূপ সংকল্প অবধারিত হইল। বিবি ফ্রাই স্বাভিপ্রায়ের পোষকতার

নিমিত্ত স্ত্রী বন্দিনীদিগের শাসন ও উচিত দণ্ড বিধানের এক খানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মতে প্রাণদণ্ডের নৃশংস নিয়ম দ্বারা লোকের দোষ কখনই সংশোধিত হইতে পারে না; এবং এনিয়ম ধর্ম্মপথের বিরোধী প্রযুক্ত অপ্রচলিত থাকাই বিধেয়। যে সকল বন্দীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে, বধের পূর্ব্ব দিবসে তিনি তাহাদিগের কুটীরে যাইতেন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ বা যৎপরোনাস্তি মনঃপীড়ায় পীড়িত, কেহবা মূঢ়তা পূর্ব্বক স্বীয় বীরত্ব প্রকাশে অগ্রসর হইত। ইহা দেখিয়া তিনি এই স্থির করিলেন, যে প্রাণদণ্ড দ্বারা অপরাধীদিগের অন্তঃকরণে এমত বীভৎস রসের আবির্ভাব হইত, যে তদ্দর্শনে অন্যান্য অপরাধীরও অন্তঃকরণে তদ্রূপ বীভৎস রসের উদ্রেক হইত। যে সকল অর্ণবপোত অপরাধিনীদিগকে নির্ব্বাসনার্থ নিউ-সউথ-ওয়েল্স উপদ্বীপে গমনোন্মুখ হইয়াছিল, রাজা তাহার তত্ত্বাবধারণ জন্য বিবি ফ্রাই ও তাঁহার সহকারিদিগকে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা তথায় যে সকল সুনিয়ম সংস্থাপন করিলেন, তদ্দ্বারা তত্রস্থ রাজপুরুষেরা বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। বন্দীগণ আবশ্যক মতে সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইল, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক এক খানি ধর্ম্মপুস্তক প্রদত্ত হইল। কারাগারের কুরীতি সংশোধনার্থে পরিশ্রম জন্য বিবি ফ্রাইর নাম বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠিল; এবং সকল বিষয়েই তাঁহার অপরিসীম সাধুতা প্রকাশমান ছিল, সকল প্রকার দুঃখ দেখিলেই তাঁহার

দয়া উপস্থিত হইত, এবং মনুষ্যবর্গের ক্লেশ বিমোচনে যে কোন উদ্যোগ হইত, তিনি প্রগাঢ় অনুরাগ সহকারে তদ্বিষয়ে সাহায্য করিতেন। দাতৃত্ব ও সাধুতা হেতুক তিনি যে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিদিগকে লওয়াইয়া অন্নাচ্ছাদনবিহীন দরিদ্র সমূহের সাহায্যার্থে এবং যে সকল বালক অগ্রে অসদুপদেশ ব্যতীত আর কিছু প্রাপ্ত হইত না, তাহাদিগের শিক্ষার্থ স্থানে স্থানে সভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। যাহারা ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ডের চতুষ্পার্শস্থ সমুদ্রের তীর পরিদর্শনার্থ নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত তিনি স্থানে স্থানে পুস্তকাগার স্থাপন করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা জান্ গর্ণি এবং ননদী, ঈলিজেবেথ্ ফ্রাইকে সমভিব্যাহারে লইয়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কট্‌লণ্ডে এবং ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে আয়র্লণ্ডে গমন করিলেন। পরহিতৈষিতাবৃত্তি তাঁহাকে কখনই পরিত্যাগ করে নাই, যে স্থানে গমন করেন, সেই স্থানেই পরোপকারে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি কি স্বদেশে কি বিদেশে, নম্রভাবে অথচ নির্ভয়ে পীড়িত ও তাপিত ব্যক্তিদিগের দুঃখ বিমোচনার্থ যত্নশীলা ছিলেন; এবং ইউরোপ-খণ্ডে স্ব স্ব ধর্ম্মযাজন-বিষয়ের স্বাধীনতা স্থাপন ও কারাশাসন প্রণালীর প্রাদুর্ভাব রহিত করণের যে সুনিয়ম, (যাহা বর্ত্তমানে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে) তাহার অধিকাংশই তাঁহারই যত্নে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রুষিয়াধিপ এই সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-পরায়ণা নারীর গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে সপরিবারে ইংলণ্ডে আসিয়া অপ্‌টন নগরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

করিলেন। তিনি রাজার বিশেষ অনুরোধে ৩০সে জানুয়ারি রবিবারে প্রকাশ্য উপাসনা কালীন তৎসহ লণ্ডন নগরাধ্যক্ষের বাটীতে সাক্ষাৎ ও দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত কথোপকথন করিলেন। পরদিবস রাজা তাঁহার সহিত নিউগেট্ কারাগারে গিয়া তাঁহার ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ শুনিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। নিজ ভ্রাতা, ননদী, এবং কারাধ্যক্ষের স্ত্রী সমভিব্যাহারে তিনি কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজাও অনেক স্বদেশীয় ও বিদেশীয় কুলীনব্যক্তি সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন; এবং বিবি ফ্রাইর সহিত কারাগার মধ্যে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে সকলে আসীন হইলেন। বন্দিগণ তাঁহাদিগের সম্মুখে তদ্গতান্তঃকরণে গম্ভীরভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিল। সকলের গাম্ভীর্য্যভাব দেখিয়া বিবি ফ্রাই ধর্ম্মপুস্তকের একাংশ পাঠ করিলেন। গ্রন্থপাঠ সমাপন হইলেও কিয়ৎকাল শ্রোতৃবর্গ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে তিনি এই মর্ম্মে একটী বক্তৃতা করিলেন, "যে জগদীশ্বরের নিকট সকল মনুষ্য সমান। অতএব ধর্ম্মপরায়ণ হইলে আমার সম্মুখবর্ত্তী এই সকল অতি নীচ হেয় বন্দীও পার্শ্বস্থিত মহীপতির সহিত লোকান্তরে তুল্য রূপে পরিগণিত হইবেন।" তদনন্তর বিবি ফ্রাই উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়াতে রাজাও তাঁহার সহিত আসীন হইলেন। রাজা ও বন্দিগণের মঙ্গলার্থে তিনি উপস্থিত মতে যে প্রার্থনা করিলেন, তাহার ঐকান্তিকতা দর্শনে সকলে মোহিত হইল। অনন্তর রাজা বিবি ফ্রাইর সমভিব্যাহারে তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীষ্মকালে বিবি ফ্রাই পেরিস নগরে গিয়া বহুবিধ সৎকার্য্য সম্পাদনার্থ তত্রত্য অনেক হিতৈষি বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিলেন। বাটী প্রত্যাগমন করিলে তিনি এমত পীড়িত হইলেন, যে তাঁহার পরিবার ও বন্ধুবর্গ সাতিশয় ভীত হইল; কিন্তু তিনি এ ক্লেশ ঈশ্বরায়ত্ব বিবেচনা করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। পরে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বসন্তকালে তিনি এমত শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ করিলেন যে, সময়ে সময়ে অশ্বারূঢ় হইয়া ভ্রমণ ও বন্ধুবর্গের সহিত উপাসনা করিতে সক্ষম হইলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই আক্টোবরে তিনি সাংঘাতিক পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হন, তখন অবধিও তিনি পরোপকারে নিবিষ্টচিত্তা ছিলেন। পরদিবস তিনি প্রাতঃকালে জগদীশ্বরের উপাসনান্তে জ্ঞানশূন্যা হইয়া কিয়ৎকাল পরেই প্রাণত্যাগ করেন। অন্যান্য লোকের ন্যায়, মৃত্যু হইলেই তাঁহার কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইল না। এই অসাধারণ মহদাশয়া স্ত্রী ঈশ্বরপরায়ণতা ও ধর্ম্মশীলতা হেতুক বহুবিধ সৎকার্য্য সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। জগদীশ্বরের কৃপায় ক্ষুদ্র লোকেরাও তাঁহার অসীম প্রেম ও বদান্যতা দেখিয়া যথাশক্তি পরোপকার করিতে যত্নবান্ হউক। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সিস জেফ্রি পশ্চাল্লিখিত প্রকারে তাঁহার গুণবর্ণন করিয়াছেন। "মহৎ কীর্ত্তি বশতঃ বিবি ফ্রাই যে অলৌকিক সুখস্পর্শ করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে যদিও আমাদিগের মনে হিংসা রিপুর উদ্রেক হয় না বটে, তথাচ সে প্রকার সুখ ও সম্মান লাভ করিতে পারিলে আমাদি-

গেয় কি গৌরবের বিষয় হয়! এই সদাশয়ার গুণবর্ণন দ্বারা তাঁহার মস্তকে যে সম্মানের মুকুট প্রদত্ত হয়, তাহার জ্যোতিঃ রাজমুকুটের জ্যোতিঃ অপেক্ষাও অধিকতর শ্রেষ্ঠ ছিল, কেবল ধার্ম্মিক ও পরহিতৈষি লোকেরা পরলোকে যে সুখ সম্ভোগ করেন, তাহাই ইহা অপেক্ষা গুরুতর বলা যাইতে পারে। বিবি ফ্রাইর প্রতি মনুষ্য-বর্গের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ যে ঋণ আছে, তন্মধ্যে আমরা এক অংশ পরিশোধের ভরসায় তাঁহার এই গুণ কীর্ত্তন করিলাম।"

অহল্যা বাই।

অহল্যা বাই সিন্ধিয়া বংশে জন্ম গ্রহণ করেন তিনি মালয়াধিপতি মালহর রাও হোল্কারের পুত্রবধূ ছিলেন। তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মে। পাণিপাট যুদ্ধের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তাঁহার স্বামী কণ্ডি রাও পিতা বর্ত্তমানে লোকান্তর গমন করেন। মালহর রাও গতাসু হইলে তাঁহার পুত্র মালী রাও সিংহাসনারূঢ় হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নয় মাস রাজত্ব করিবার পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বুদ্ধি যে অতি দুর্ব্বল ও অস্থির ছিল, তাহা রাজকার্য্য দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। প্রথমতঃ তাঁহার ব্যবহারে, দুশ্চরিত্রতা অপেক্ষা নির্ব্বুদ্ধিতা অধিক দৃষ্ট হয়। তাঁহার মাতা সাতিশয় বদান্যা ও পরহিতৈষিণী ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ ভক্তি করিতেন, এজন্য তাঁহা-

দিগের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট বিদ্বেষ ছিল। চর্ম্মপাদুকাতে বৃশ্চিক পূরিয়া তাঁহাদিগকে দান ও দ্রব্য মধ্যে সর্প প্রভৃতি বিষাক্ত জীব স্থাপন করত তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেন, এবং তাঁহারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পরম হর্ষ ও মাতার যৎপরোনাস্তি দুঃখ উপস্থিত হইত। কোন সৌচিক শিল্পকরকে বিনা অপরাধে বধ করাতে অনুতাপ জন্য তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বহুকষ্ট সহ্য করত প্রাণত্যাগ করেন। অহল্যা এই অবস্থায় পুত্রের নিকট দিবারাত্রি থাকিয়া তাঁহার ক্লেশের নিমিত্ত রোদন ও তাঁহার মঙ্গল জন্য জগদীশ্বরের উপাসনা করিতেন। পুত্র লোকান্তর গমন করিলে অহল্যা রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া এমত বুদ্ধির প্রাখর্য্য, ধর্ম্মপরায়ণতা প্রকাশ করিলেন, যে প্রজাগণ পরম সুখী হইল। ফলতঃ তৎপ্রদেশস্থ যে কোন মাঙ্গলিক কর্ম্ম অথবা শাসনপ্রণালীর সুশৃঙ্খলা এ-পর্য্যন্ত কৃত হইয়াছে, তাহার মূল কেবল তিনিই ছিলেন।

অহল্যার কন্যা বিবাহিতা হওয়াতে ভিন্নগোত্রা হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার রাজত্ব প্রাপ্তির কোন অধিকার ছিল না। মালহরের মন্ত্রী গঙ্গাধর যশবন্ত স্বীয় প্রভুত্ব রক্ষার্থ স্বগোত্রস্থ একটী বালককে রাজা করিতে সচেষ্টিত ছিলেন। অহল্যা যদিও গুণবতী ছিলেন, তথাচ স্ত্রীলোক বলিয়া রাজকর্ম্মের অযোগ্য বোধ করত তিনি তাঁহাকে কেবল প্রচুর বৃত্তির ভোগের পাত্রী জ্ঞান করিয়াছিলেন। অনন্তর পেশওয়ার সৈন্যাধ্যক্ষ রাঘবা দাদাকে লোভ প্রদর্শন পূর্ব্বক আপন মতাবলম্বী করিয়া বোধ করিলেন, যে

অহল্যা ভয় প্রযুক্ত তাঁহার প্রস্তাবে অবশ্যই সম্মত হইবেন। এই প্রত্যাশায় তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। অহল্যা শুনিবামাত্র প্রত্যুত্তর করিলেন "যে তোমার প্রস্তাব হোল্‌কার বংশের পক্ষে নিতান্ত কলঙ্কজনক এবং তাহাতে আমি কদাচ সম্মত হইতে পারি না, আর এ বিষয়ে রাঘবার মধ্যস্থ হওনের ক্ষমতা আমি গ্রাহ্য করি না, অতএব তাঁহাকে উৎকোচ দিতে স্বীকার করিয়া এ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত করা তোমার পক্ষে নিতান্ত গর্হিত ব্যাপার। আমার স্বামী ও পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে মালহরের প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহার উত্তরাধিকারী স্থির করণের ক্ষমতা আমা ব্যতীত আর কাহারও নাই, এবং এই ক্ষমতা যে প্রকারে হউক আমি রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছি।" অহল্যা এ বিষয়ে মালওয়া প্রদেশস্থ প্রধান প্রধান মহারাষ্ট্রীয় ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন, ও তাঁহার ব্যবহারে এমত বোধ হইল, যে তাঁহার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা পালনের অন্যথা কদাচ হইবেক না। উক্ত প্রস্তাবে তাঁহাকে সম্মত হইতে বাধ্য করণার্থ রাঘবা যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন; ইহা শুনিয়া তিনি কহিয়া পাঠাইলেন, যে স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করাতে অপযশ ভিন্ন পৌরুষ নাই। এই প্রতিযোগটী ফলদায়ক করণার্থ তিনিও যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। হোল্‌কারের সৈন্যগণকে তাঁহার আনুকূল্যে উৎসাহী দেখিয়া তিনি স্বয়ং তাহাদিগের অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া গজোপরি আরোহণ করত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। রাঘ-

রাও প্রথমে যুদ্ধ করণোদ্যত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদল অসম্মত, মাধাজী সিণ্ডিয়া ও জানুজী ভোঁসলা তাঁহার ও কৃতঘ্ন মন্ত্রিবর গঙ্গাধরের সহিত হোল্কার বংশের স্বাধীনতা ধ্বংস করণার্থ যোগ দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে এবং মাধু রাও পেশওয়া এই সময়ে আপন খুল্লতাত রাঘবাকে অহল্যার রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকার বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে নিষেধ করাতে, তাঁহার অভিপ্রেত যুদ্ধ করণাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইল। তাকাজী হোল্কার মালহর রাওর বাটী রক্ষার্থ সৈন্যের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি অতি সরল ও সল্লোক ছিলেন, এবং রাজা তাঁহাকে প্রসিদ্ধ যোদ্ধা বোধ করিয়া যথেষ্ট মান্য করিতেন। অহল্যা স্ত্রীলোক বিধায়ে যে সকল রাজকর্ম্ম করণে অশক্ত ছিলেন, তাহা নির্ব্বাহার্থে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করাতে তাঁহার সদ্বিবেচনা ও রাজকর্ম্মে পটুতা প্রকাশ এবং রাজ্যের উন্নতি হইল। তাকাজী পদাভিষিক্ত হইলে পর, রাঘবা যখন পুনা নগরে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন অহল্যা তাঁহাকে নিজ রাজধানী মিসর নগরে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আনয়ন করত যথেষ্ট সমাদর করিয়া আহারাদি করাইলেন, এবং তাঁহার সহিত কতকগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে তাকাজীকে পেশওয়ার নিকট হইতে উচ্চপদাভিষিক্ত হওনের সম্মতি ও খেলাৎ আনিতে প্রেরণ করিলেন। তদনুসারে তাকাজী পেশওয়ার নিকট গমন করাতে তিনি উপরোক্ত বিষয়ে সম্মত হইলেন। অহল্যা মন্ত্রি গঙ্গাধরের পূর্ব্ব কৃত সৎকর্ম্ম হেতুক তাঁহাকে

পুনর্ব্বার পদাভিষিক্ত করিলেন। হোল্কার রাজ্য এই প্রকার অহল্যা ও তাকাজী দুইজন শাসনকর্ত্তার অধীনস্থ হওয়াতে লোকে এই অনুভব করিত, যে ইহা এক সপ্তাহের অধিক স্থায়ী হইবে না, কিন্তু তাঁহাদিগের চরিত্রের উৎকর্ষ হেতুক ইহা ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। তাকাজী সৈন্যাধ্যক্ষ পদ ও রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াও কৃতজ্ঞতা বশতঃ অহল্যার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করণে ত্রুটি করিলেন না, অহল্যাও তাঁহাকে স্বীয় প্রতিপালিত জ্ঞানে যথেষ্ট স্নেহ করিতে লাগিলেন। অহল্যা ধর্ম্মপরায়ণতা ও বদান্যতা হেতুক এমত বিখ্যাত ছিলেন, যে তাকাজী তাঁহার প্রতি কৃতঘ্নতা পূর্ব্বক অশ্রদ্ধা ও অন্যায় ব্যবহার করিলে সাধারণ জনগণ কর্ত্তৃক অবশ্যই ঘৃণিত হইতেন। তাকাজী আপন উপকারকের নিতান্ত বশীভূত ও আজ্ঞাকারী ছিলেন। তিনি তাঁহাকে মাতা বলিয়া সম্বোধন ও তাঁহার তুষ্টির নিমিত্ত সকল কর্ম্ম করিতেন। যৎকালীন তাকাজী ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে সাতপুরা পর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণে হোল্কারের অধিকারস্থ দেশ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত শাসন করিয়াছিলেন, তৎকালীন অহল্যাও উক্ত পর্ব্বতের উত্তরিস্থ প্রদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। তাকাজী উত্তর প্রদেশে থাকিলেও মালওয়াতে অবস্থিতি না করিয়া বন্দেলখণ্ড, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে করাদায় করিতেন এবং অহল্যাও পূর্ব্বমত মালওয়া ও নিমারে রাজত্ব ও দক্ষিণ প্রদেশ রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। অহল্যা তাঁহার পূর্ব্ব রাজাদিগের হইতে কোটি কোটি সঞ্চিত ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং

তাঁহার নিজের ভূম্যাদির উপসত্বের আয় বাৎসরিক চারি লক্ষ মুদ্রা ছিল। এই সমস্ত অর্থ তিনি স্বেচ্ছানুসারে ব্যয় করিতেন, তদ্ব্যতীত অন্য যে সমস্ত আয় হইত, তাহাতে রাজত্বের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত, এবং তাহার হিসাব তিনি সাবধান পূর্ব্বক রাখিতেন। তাকাজী অহল্যার নিকট হইতে দূরে থাকিলেও প্রদেশস্থ সমস্ত কার্য্য নিজেই নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু সাধারণ রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে অহল্যার আদেশ ব্যতীত কোন কর্ম্মই করিতেন না। কি বৃহৎ কি ক্ষুদ্র সকল রাজ্যের প্রতিনিধিগণ সন্ধি ও যুদ্ধ বিষয়ে তাঁহার অভিমতানুসারে কর্ম্ম করিতেন, আর তিনি নিজেও পুণা, হায়দ্রাবাদ, শ্রীরঙ্গপটন, নাগপুর, লক্ষ্ণৌ এবং কলিকাতায় নিজ প্রতিনিধি স্থাপন করিয়াছিলেন। উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, যে অহল্যা হোল্‌কার বংশের অধিকৃত সমস্ত দেশের রাজ্যেশ্বরী ছিলেন। এবং তাকাজী আপন উচ্চ পদ ও অহল্যার সম্পূর্ণ বিশ্বাসে সন্তুষ্ট হইয়া সৈন্যাধ্যক্ষের কর্ম্ম ও নিকটস্থ প্রদেশের রাজস্ব সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে হস্তার্পণ করিতেন না। হোল্‌কার রাজ্যের কর্ম্মচারিগণ সকলে কহিতেন, যে তাকাজী চিরকালাবধি অহল্যার বিশ্বাস পাত্র, বশীভূত ও তাঁহার প্রতি ভক্তিমান থাকাতে তিনি তাঁহার ভবিষদ্ব্যবহারের বিষয় যদ্রূপ প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, তাহা সুসিদ্ধ হইল।

মালওয়া ও নিমার প্রদেশ বিশেষরূপে অহল্যার অধীনে থাকাতে তিনি তাহা বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে শাসন

করত দেশের উন্নতি ও প্রজাবর্গের সুখ বৃদ্ধি করিলেন। বিদেশীয় শত্রুদমনার্থ সেনা ব্যতীত রাজ্যশাসনার্থ তাঁহার যে অল্প সেনা ছিল, তদ্দ্বারাই, তাঁহার সুবিচার ও সুব্যবহার হেতুক রাজকর্ম্ম সমূহ নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হইত। যোষিদ্‌গণকে গৃহরুদ্ধ ও অবগুণ্ঠিত করা হিন্দুদিগের প্রথা ছিল না, সে কুরীতি কেবল মুসলমানেরা ভারতবর্ষে প্রচলিত করিয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়েরা কদাচ সে ব্যবহারানুসারে চলিত না, এজন্য অহল্যা রাজকর্ম্ম সম্পাদনার্থ দিবসের অধিকাংশ সভাস্থ হওয়াতে কেহই তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিল না। পরিমিত কর নির্দ্ধারণ এবং গ্রামস্থ মণ্ডল প্রভৃতি কর্ম্মচারী ও ভূস্বামীদিগের স্বার্থরক্ষা করাই তাঁহার শাসনের প্রধান নিয়ম ছিল। তিনি স্বয়ং সকল অভিযোগ শুনিতেন, এবং যদিও বিচারার্থ তাহা বিচারালয়ে পঞ্চায়তের ও মন্ত্রীদিগের নিকট প্রেরণ করিতেন, তথাচ তাঁহার নিকট বিচারার্থীদের যাইবার বাধা ছিল না, এবং বিচার বিষয়ে তাঁহার এপ্রকার দৃঢ় সংস্কার ছিল, যে অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও পুনঃপরীক্ষার্থ উপস্থিত হইলে অতিশয় ধৈর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক ও অবিশ্রান্তরূপে তাহা বিচার করিতেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্যতীত অন্যান্য জাতিরাও অহল্যার অসীম প্রশংসা করিয়া থাকে। তিনি যেরূপ মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা ৩০ বৎসরাবধি ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহা অত্যাশ্চর্য্য। বৈষয়িক ব্যাপার সম্পন্ন করণান্তর তিনি যে কিঞ্চিৎ অবকাশ প্রাপ্ত হইতেন, তাহা দেবসেবায় ও দাতব্য

কর্ম্মে ক্ষেপণ করিতেন। ধর্ম্মজ্ঞানে তাঁহার মন এমত দৃঢ়ী-ভূত হইয়াছিল, যে তদ্দ্বারা সাংসারিক কর্ম্ম অনায়াসেই নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইতেন। তিনি সর্ব্বদা কহিতেন, যে জগদীশ্বরের নিকট আমাকে আমার কর্ম্মের ফলাফল প্রাপ্ত হইতে হইবেক, এবং মন্ত্রিগণ কোন নিষ্ঠুর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহাকে পরামর্শ দিলে তিনি উত্তর করিতেন, যে পরমেশ্বরের সৃষ্ট বস্তু ধ্বংস বিষয়ে মনুষ্যের অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। অহল্যা-চরিত বরামল নামক তাঁহার পূজারি ব্রাহ্মণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পশ্চাতে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"তিনি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিয়মিত উপাসনা করণানন্তর ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রবণ ও দীনদরিদ্রকে দানাদি ও তৎপরে ব্রাহ্মণভোজন করাইতেন। যদিও মাংসাহার তাঁহার পক্ষে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ছিল না, তথাচ তিনি কেবল একসন্ধ্যা শাকান্ন ভোজন করত প্রাণধারণ করিতেন। ভোজনান্তর পুনর্ব্বার উপাসনা করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করত দুইপ্রহর দুইটার সময়ে সভাস্থ হইয়া ৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিষয় কর্ম্ম করিয়া দুই তিন ঘণ্টা সায়ংসন্ধ্যার কার্য্যে ক্ষেপণ করিতেন। পরে যৎসামান্য জলযোগ পূর্ব্বক রাত্রি ৯ ঘণ্টা অবধি ১১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাজকার্য্য করিয়া শয়ন করিতেন। ধর্ম্ম সংক্রান্ত উপবাস ও উৎসব অথবা বিষয়-কর্ম্ম ঘটিত ঝঞ্ঝাট ব্যতীত অন্য কোন কারণে তাঁহার কালক্ষেপণের উপরোক্ত নিয়মের অন্যথা হইত না।"

রাজ্যশাসন বিষয়ে তিনি যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন,

তাহা সাধারণে দৃষ্ট হয় না। তাঁহার জীবদ্দশায় বিদেশীয় শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক তাঁহার রাজ্য কখন আক্রান্ত হয় নাই, কেবল উদয়পুরাধিপতি অল্সি রাণা আপন অধিকারস্থ এক জাতির সাহায্যার্থ একবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যে পরাভূত হইয়া প্রস্থান করেন। নির্ব্বিরোধ প্রজাগণের প্রতি দয়া এবং বিদ্রোহীদিগের প্রতি দৃঢ়তা অথচ সুবিচার দ্বারা তিনি রাজ্যের কুশল ও সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। রাজপুরুষদিগের পদের স্থায়িত্ব এবং প্রদেশস্থ কর্ম্মচারিগণের যশো দ্বারা এতদ্দেশের রাজশাসনের উৎকর্ষ পরীক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব অহল্যা যাবৎ রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাবৎ তাঁহার মন্ত্রিবর গোবিন্দ-পান্ত-জানু আপন পদাভিষিক্ত ছিলেন এবং তাঁহার অন্যান্য কর্ম্মচারিগণও পরিবর্ত্তিত হন নাই। একটী ক্ষুদ্র গ্রামকে তিনি নগর করত তাহার ইন্দোর নাম রাখিলেন। এই নগরের প্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল, এবং তত্রত্য লোকদিগকে তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। তাকাজী যৎকালীন তথায় ছাউনি করিয়া থাকেন, তিনি তথাকার একজন অনপত্য বণিকের বিষয় হরণ করিতে উদ্যত হওয়াতে তাহার স্ত্রী অহল্যার নিকট অভিযোগ করিল। তিনি মনোযোগপূর্ব্বক সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উক্ত স্ত্রীলোকের সত্ত্ব সাব্যস্ত হেতুক তাঁহাকে এক প্রস্থ বস্ত্র প্রদান করত তাকাজীকে তাঁহার প্রিয় নগরে দৌরাত্ম্য করিতে নিষেধ, এবং তাহাকে তথা হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থিতি করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

তাকাজী তৎক্ষণাৎ এই আজ্ঞা প্রতিপালন করাতে নগরবাসীদিগের সাতিশয় তুষ্টিজনক হইল, এবং তাহারা এপর্য্যন্তও অহল্যাকে ভক্তি ও পূজা করিয়া থাকে।

পেশওয়া মাধাজী সিণ্ডিয়া ভারতবর্ষের মধ্যস্থ অধিকারে কোন বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত না হওয়াতে তাঁহার ক্ষমতা ও যশ এমত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, যে তাঁহার সাহায্যে অহল্যা স্বীয় রাজ্য সুচারুরূপে শাসন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অহল্যা রাজ্যভার গ্রহণাবধি যাবজ্জীবন উপকৃত হওয়াতে কৃতজ্ঞতাপুর্ব্বক তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন। মাধাজী যে নিঃস্বার্থ হইয়া অহল্যার সাহায্য করিয়াছিলেন এমত বোধ হয় না; বরং মলহররেীর সঞ্চিত ধনের কিয়দংশ পাইবার লালসা-নিবন্ধন ও আপন যশোবৃদ্ধি করণাশয়ে এরূপ করিয়াছিলেন। অহল্যা তাঁহাকে ৩০ লক্ষ টাকা ঋণ দেন; এবং তিনি অর্থের বিনিময়ে তাঁহাকে সাহায্য দান করিয়া ঐ ঋণ পরিশোধ করেন।

অহল্যার অধীনস্থ রাজগণ সদ্ব্যবহার বশতঃ তাঁহাকে এমত ভক্তি ও ভয় করিতেন, যে তাঁহারা কর প্রদানে কদাচ বিলম্ব করিতেন না। যে সকল রাজঃপুত দলপতি পূর্ব্বে রাজস্বাপহরণদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা এক্ষণে তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া নির্ব্বিরোধে কালযাপন করিতে লাগিল। অন্যের উন্নতিতে তিনি এমত হৃষ্ট হইতেন, যে তাঁহার প্রজাগণের মধ্যে কোন বনিক্ অথবা কৃষক ধনশালী হইলে তিনি সে অর্থ লোলুপ না হইয়া

তাহাদিগকে বিশেষরূপে অনুগ্রহ ও রক্ষা করিতেন। গাণ্ড ও ভিল নামক দস্যুদিগের সহিত তিনি যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিলক্ষণ বলবীর্য্য ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পায়। যাহারা তাঁহার সদ্ব্যবহারে বশীভূত না হইত, তিনি তাহাদিগের প্রতি কাঠিন্য প্রয়োগ করত তন্মধ্যস্থ প্রধান প্রধান অপরাধিগণকে ধৃত করিয়া বধ করিতেন। এ প্রকার নিষ্ঠুর বিচার তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিলনা, অগত্যা তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। তিনি দস্যুদমনার্থ স্থানে স্থানে কেবল প্রহরী সংস্থাপন করিয়াই নিরস্ত হইলেন না; বরং তাহাদিগের চরিত্র সংশোধনার্থ যত্নশীলা ছিলেন। তাহারা যে সকল পর্ব্বতে বাস করিত, তাহার উপর দিয়া দ্রব্যাদি প্রেরিত হইলে পুর্ব্বে তাহারা যে কর গ্রহণ করিত, তিনি তাহা বজায় রাখিলেন; এবং তাহাদিগকে কিছু পতিত ভুমিও প্রদান করিলেন। কিন্তু তিনি এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিলেন, যে তাহাদিগের অধিকার মধ্যস্থ রাজমার্গ তাহারাই রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; এবং তথা হইতে দ্রব্যাদি অপহৃত হইলে তাহাদিগকে ক্ষতি পূরণ করিয়া দিতে হইবেক। তাঁহার রাজ্যসংক্রান্ত নিয়ম সকল বিশেষ উৎকৃষ্ট ছিল; অতএব সংক্ষেপে বক্তব্য এই, যে সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে তাঁহার শাসন, রাজশাসন প্রণালীর আদর্শ স্বরূপ ছিল। অহল্যার উত্তরাধিকারী মলহর রেীর মন্ত্রী রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহে এক্ষণে এরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, যে তিনি ইংলণ্ডীয় অধিকারস্থ রাজপুরুষ ও আপন প্রভু হোলকরের পরিজনদিগকে

বিশেষ তুষ্ট করিয়াছিলেন। অহল্যার দৃষ্টান্তানুসারে কার্য্য সমস্ত নির্ব্বাহ করাতে তিনি প্রজাবর্গেরও অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। অহল্যার এরূপ নাম-মাহাত্ম্য ছিল, যে তাঁহার ব্যবহার অনুসারে কোন কর্ম্ম করিলে কদাচ কেহ আপত্তি করিত না।

তিনি তথ্যানুসন্ধানার্থ ভারতবর্ষের অতি দূর প্রদেশেও দূত প্রেরণ করিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে তিনি অতিরিক্ত দান করিতেন; এবং তাঁহারাই তাঁহার দৌত্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। হোলকারাধিপতিদিগের রাজকোষের সমস্ত ধন তিনি সৎকর্ম্মে ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি মালওয়া প্রদেশের মধ্যে অনেক দুর্গ, বর্ত্ম, দেবালয়, অতিথিশালা স্থাপন ও কূপ খনন এবং জগন্নাথ ক্ষেত্র, দ্বারকা, কেদারনাথ এবং রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থানে বহুবিধ দেবালয় ও অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; এবং মধ্যে মধ্যে দানার্থ তথায় কিছু কিছু অর্থও পাঠাইতেন। গয়াধামেতেও তাঁহার দ্বারা অনেক অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে; এবং তিনি মহাদেব পূজা করিতেছেন, এই ভাবে তাঁহার এক প্রতিমূর্ত্তি তথাকার একটী মন্দির মধ্যে স্থাপিত আছে। তিনি দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই বোধে তাঁহার স্বজাতীয়গণ রাম ও সীতার বিগ্রহের নিকট তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পূজা করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য অন্য দেশে যে সকল তীর্থস্থান আছে, তথাও দানার্থ তিনি প্রতি বৎসরে কিছু কিছু অর্থ পাঠাইতেন। নিয়মিত দান ব্যতীত তিনি সময়ে সময়ে

অন্যবিধ দানও করিতেন; এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রদেশ সমূহে দেবসেবার নিমিত্ত সর্ব্বদা গঙ্গাজল প্রেরণ করাতে তাঁহার যশ অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। এই সমস্ত অসাধারণ দান, তাঁহার আন্তরিক ধর্ম্মবোধ হেতুক করা হইত সন্দেহ নাই। আপনার ও প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থে দেবতাদিগকে তুষ্ট রাখাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার অনেক কীর্ত্তিতে এমন বদান্যতা প্রকাশ পাইতেছে, যে তাঁহার বিশিষ্ট জ্ঞান ও সদভিপ্রায় ব্যতীত তাহা কদাচ সম্পন্ন হইতে পারিত না। গ্রীষ্মকালে পথিকদিগকে ও শীতের প্রারম্ভে দরিদ্র ও অতুরদিগকে বস্ত্র দান করিতেন।

তিনি এতাদৃশ দয়ালু ছিলেন, যে পশু, পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি তাঁহার স্নেহ-ভাজন ছিল। তিনি তাহাদিগকে আঁহার প্রদান করিতেন; এবং গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে তাঁহার ভৃত্যগণ মিসর নগরের সন্নিকটস্থ কৃষকদিগের বলদকে ভূমি-কর্ষণ হইতে নিবৃত্ত করাইয়া জলপান করাইত। আর যে সকল পক্ষী অন্য অন্য ক্ষেত্র হইতে তাড়িত হইত, তাহারা তাঁহার ক্রীত ক্ষেত্রে নিয়ত নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করিত। যদিও তাঁহার এ প্রকার সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া, কুসংস্কার বশতঃ অমূলক ধর্ম্মে শ্রদ্ধা, ব্রাহ্মণদিগকে ভূরি ভূরি দান এবং দূর দূরস্থ দেবালয় সকল স্থাপনে অকাতরে ব্যয় দেখিয়া অনেকে পরিহাস করিতেন; তথাপি তাঁহার ব্যবহারের পোষকতায় এক জন বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ পশ্চাতে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা অকাট্য। যথা—"অহল্যা দান ধর্ম্মার্থ যাহা ব্যয় করিতেন, সৈন্যাদির প্রতি তাহার

দ্বিগুণ ব্যয় করিলেও তিনি ত্রিংশৎ বৎসরের অধিক কালা-বধি অবিবাদে রাজ্যশাসন, প্রজাবর্গকে পরম সুখী ও আপনাকে মহাপূজ্য করিতে কদাচ সক্ষম হইতেন না। অহল্যার ধর্ম্মপরায়ণতার বিষয়ে কেহই সন্দেহ করে না। অতএব তিনি ধর্ম্ম জ্ঞান ব্যতীত কেবল বৈষয়িক জ্ঞান দ্বারা রাজকর্ম্ম এমত সুচারুরূপে কদাচ নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগে আমি পুনা নগরের একটী কার্য্যালয়ে গিয়া দেখিলাম, যে তাঁহার নাম উচ্চারণ মাত্রেই লোকের স্নেহ ও ভক্তি ভাবের উদয় হয়। স্বজাতীয় রাজাদিগের এমন বিশ্বাস ছিল, যে তাঁহার সহিত শত্রুতা করা অথবা শত্রুহস্ত হইতে তাঁহাকে মুক্ত না করা ঘোরতর অধর্ম্মের কার্য্য। আর আর সকলেরই তাঁহার প্রতি তদ্রূপ ভাব ছিল। পেশওয়া তাঁহাকে যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন, তদ্রূপ নিজাম ও টিপু সুলতানও করিতেন। আর কি হিন্দু কি মুশলমান উভয়েই তাঁহার দীর্ঘায়ু ও সৌভাগ্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিত"।

অহল্যা নিজ পুত্র মালী রৌর মৃত্যু জনিত যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার কন্যা মুক্তা বাইও একমাত্র উপযুক্ত পুত্রের শোকে অভিভূত থাকিয়া বিধবা হওয়াতে সহমৃতা হইতে প্রস্তুত হইলেন। অহল্যা অতিশয় কাতর হইয়া কন্যাকে অশেষ প্রকারে প্রবোধ দিলেও তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে বিরক্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে বহুকষ্ট স্বীকার করত স্বয়ং শশ্মানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সংস্কার সমাপন হইলে

নর্ম্মদা নদীতে স্নান দান করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু শোকে এমত অভিভূত হইলেন, যে তিনি তিন দিবস পর্য্যন্ত অনাহারে নীরব হইয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে কন্যা ও জামাতার স্মরণার্থ একটী অতি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাতে তাঁহার শোকের কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা হইল।

১৭১৫ খৃঃঅব্দে অহল্যা ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমে প্রাণ ত্যাগ করেন। অনেকে কহেন, যে ধর্ম্মোদ্দেশে কঠোর উপবাসাদি দ্বারা তাঁহার এত শীঘ্র মৃত্যু হইয়াছিল। অহল্যা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, অতি কৃশাঙ্গী এবং রূপবতী ছিলেন, এবং অধিক কাল পর্য্যন্ত তাঁহার দৃশ্য মনোহর ও মুখে ধর্ম্মজ্যোতিঃ প্রদীপ্ত ছিল। তিনি সদানন্দ ছিলেন, এবং ক্বচিৎ রাগত হইতেন; কিন্তু অন্যের কুব্যবহার হেতু বিরক্ত হইলে প্রিয়পাত্রগণও তাঁহার নিকট যাইতে পারিত না। সাধারণ হিন্দুমহিলার অপেক্ষা তাঁহার বিদ্যানুশীলন অধিক ছিল। পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ ও তন্মর্ম্মগ্রহণ করিতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলেন। বৈষয়িক ব্যাপার নির্ব্বাহে তিনি অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমে পতিবিয়োগ ও তৎপরে সন্তানের দুশ্চরিত্রতা ও জ্ঞানশূন্যতা হেতুক তিনি অতিশয় দুঃখিত ছিলেন। বিধবা হইয়া অবধি তিনি শুভ্রবস্ত্র পরিধান, ও অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিয়া সমুদয় ইন্দ্রিয় সুখে বিরত হইয়া স্বীয় স্বভাবের নির্ম্মলতা রক্ষা করিয়াছিলেন। চাটূক্তিতে কদাচ তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারিত না। একদা কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রশংসা-সূচক

একখানি গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত করাতে তিনি কহিলেন, আমি অতি পাপীয়সী আমাকে এ প্রতিষ্ঠা অর্শে না, ইহা বলিয়া ঐ গ্রন্থ নর্ম্মদা নদীতে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের আর কোন সংবাদ লইলেন না।

অহঙ্কার শূন্যতা, স্বীয়ধর্ম্মে ঐকান্তিকতা, সর্ব্বজনের সুখবর্দ্ধনের চেষ্টা, প্রবল একাধিপত্য অথচ ধর্ম্মভয় এবং ক্ষমা প্রভৃতি বহু গুণ অহল্যার চরিত্র ব্যতীত একাধারে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মালওয়ানিবাসীরা অহল্যাকে এক অবতার জ্ঞানে অদ্যাবধি পূজা করিয়া থাকে। ফলতঃ অহল্যার ন্যায় সচ্চরিত্র ও মহদাশয়া রাজ্ঞী একাল পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না; এবং ধর্ম্মভয় থাকিলে বৈষয়িক ব্যাপার কিরূপ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়, তাহা তাঁহার দৃষ্টান্তে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে।

পতিব্রতা বিবি ফ্যানশা।

ফ্যানশা, ১৬২৫ খৃঃ অব্দে ২৫ মার্চ ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সর্ জান হেরিসন ও মাতার নাম মার্সিট ফ্যানশা। তাঁহার মাতা অতি মহদ্বংশে উৎপন্ন হন, এবং নিজেও অতি ধর্ম্মপরায়ণা ও গুণবতী ছিলেন। মাতার মৃত্যুর পর ফ্যানশা, মাতৃদত্ত সুশিক্ষাপ্রভাবে পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে অতি সুচারুরূপে পিতৃপরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ঊনবিংশ

বৎসর বয়সের সময় সর্ রিচার্ডের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সর্ রিচার্ড ব্যবস্থা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তৎসংক্রান্ত কর্ম্ম তাঁহার মনোনীত না হওয়াতে তিনি স্পেইন দেশস্থ ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধির প্রধান কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। তিনি ইংলণ্ডীয় ষ্টুয়ার্ট রাজ বংশীয়দিগের অনুগামী হইয়া প্রথম চার্লসের দুরবস্থা কালে তাঁহার যথোচিত সাহায্য করেন, ও দ্বিতীয় চার্লসের বিশ্বাসপাত্র ও মন্ত্রী হইয়া তাঁহার রাজত্ব পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়েও যথোচিত যত্ন করেন। এই কারণে তিনি কারারুদ্ধ হন। স্বামী কারারুদ্ধ হইলে ফ্যানশা প্রত্যহ রাত্রি দুই প্রহর ৪ টার সময় ঝড়, বৃষ্টি ও অন্ধকার হইলেও তাঁহার গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপকথন করিতেন। ক্রামওয়েল সর্ রিচার্ডের প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন, এবং তিনি যাহা চাহিতেন, তাহা দিয়া তাঁহাকে স্বপক্ষে আনিতে সমুৎসুক ছিলেন।

সর্ রিচার্ড প্রতিভূ দিয়া কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া একটী নির্জ্জন স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার স্ত্রীও সেই প্রকারে কালযাপনে সাতিশয় আসুরক্তি প্রদর্শন করিলেন। ষ্টুয়ার্ট বংশীয় রাজারা ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে, সর্ রিচার্ড পার্লিয়ামেন্ট সভার সভাপদে এবং পর্টুগাল ও স্পেইন দেশে রাজপ্রতিনিধির কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। এই উচ্চপদাভিষিক্ত হইলেও স্ত্রীপুরুষে পূর্ব্ববৎ সন্তান সন্ততি লইয়া আমোদ প্রমোদে বিরত হইতে পারিলেন না।

রাজনিয়মের পরিবর্ত্তন হেতুক সর্ রিচার্ড পদচ্যুত হইয়া স্বপরিবারে স্বদেশে পুনরাগমন করিবার উপক্রম করিতে ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মৃত্যু হইল। স্পেইন রাজ্যের রাজ্ঞী ফ্যানশার বৈধব্য যন্ত্রণা দর্শনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিলেন "যে রোমান কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, তিনি তাঁহাকে ৩০,০০০ সহস্র ডুকাট্ বার্ষিক দান করিবেন; এবং তাঁহার সন্তান সন্ততির ভরণপোষণের বিশেষ উপায় করিয়া দিবেন"। ফ্যানশা কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন, যে এরূপ নিয়মে আমি উপকার গ্রহণে অশক্ত। এই ঘোরতর দুরবস্থার সময়েও তিনি যেরূপে পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইতেছে; তাহাতেই তাঁহার মনের ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবে।

"হে সর্ব্বশক্তিমান্ দয়াময় পরমেশ্বর! স্বর্গ হইতে এই নিতান্ত দুর্ভগার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমার ইহকালের রক্ষক এবং গৌরব ও সুখের বস্তু হারাইয়াছি। আমি স্বামীর নির্দ্দোষিতা ও সত্যের পুরস্কার স্বরূপ ঐহিক সুখ প্রত্যাশা করিয়াছিলাম একারণ আমার মন এপ্রকার বিচলিত হইয়াছে। হে নাথ! আমার প্রতি দয়া কর; এবং এই ভারাক্রান্ত পতনোন্মুখ আত্মাকে সান্ত্বনা কর; তোমার সাহায্য ব্যতীত ইহা কোনমতে সুস্থির হইতে পারে না। দেখ! পাঁচটী পুত্র লইয়া বিদেশে এই ঘোরবিপদে পতিত হইলাম; বন্ধু বান্ধব কেহই নিকটে নাই; সৎপরামর্শ দেয় এমত কাহাকেও দৃষ্ট হয় না; স্বদেশে

প্রত্যাগমন করি, তাহারও সম্বল নাই; অধিকন্তু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবারও লোভ প্রদর্শিত হইতেছে। তোমার সান্ত্বনা মাত্র এ দুঃখিনীর ভরসা। এক্ষণে প্রার্থনা এই, যে মৃত্যু হইলে যেন আমার আত্মা প্রিয়তম স্বামীর আত্মার সহিত মিলিত হয়।”

সর্ রিচার্ডের দেহ তৈলাক্ত করিয়া ফ্যানশা কএক মাস পর্য্যন্ত তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া প্রত্যহ দর্শন করিতেন। স্বামীর মৃত্য শরীর লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু রাজার নিকট কিছুমাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন না। দুরাত্মা, কৃতঘ্ন চার্লস সর্ রিচার্ডের প্রাপ্য বেতনও দিতে অসম্মত হইলেন। তিনি আপন আত্মীয় ও দুঃখী বন্ধুদিগকে বঞ্চিত করিয়া পারিষদ্গণকে অকাতরে দান করিতেন। পরে অস্ট্রিয়াধিপতি চতুর্থ ফিলিপের পত্নী তাঁহাকে ২০০০ দুই সহস্র পিষ্টল প্রদান করিলেন; কিন্তু এ প্রকার দান গ্রহণে যেন তাঁহার মনোবেদনা না হয়, এজন্য এই কথা কহিয়া পাঠাইলেন, যে এই টাকা সর্ রিচার্ডকে স্পেইন হইতে বিদায় কালে উপঢৌকন দিবার জন্য রাখা হইয়াছিল। ১৬৬৬ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক স্বামীর দেহ সমাহিত করিয়া তদুপরি একটী সুদৃশ্য স্মরণ-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার চরিত্র সতীত্ব ধর্ম্মের আদর্শ স্বরূপ; তিনি স্বামীর জিবীতাবস্থায় তাঁহার প্রতি যে রূপ অচলা ভক্তি ও প্রগাঢ়প্রেম প্রকাশ করিতেন, তাঁহার মৃত্যু হইলেও তাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অহরহ প্রেমপুষ্পে

পূজা করিতে লাগিলেন। সন্তানদিগকে লালন পালন ও সুশিক্ষিত করা তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি পুত্রের উপকারার্থ নিজ জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়া ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর ১৪ বৎসর পরে ৫৪ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৬৮০ খৃঃঅব্দে জানুয়ারি মাসে তিনি মর্ত্যলীলা সম্বরণ করেন। স্বামীর প্রতি পতিব্রতার যাহা কর্ত্তব্য, ফ্যানশা নিয়ত তাহাই করিতেন। তাঁহার জীবনচরিতে পতিব্রতা ধর্ম্মের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয়; তন্মধ্যে পতি-আজ্ঞা পালনের বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

আমার স্বামী এমত জ্ঞানবান্ ও সাধুশীল ছিলেন, এবং আমাকে এতাদৃশ ভাল বাসিতেন, যে আমি আপনাকে রাজ্ঞী ও তাঁহাকে রাজমুকুট বিবেচনায় রাজকন্যা হওয়া অপেক্ষা তাঁহার স্ত্রী হওয়াতে অধিক গৌরব বোধ করিতাম। বিবি রিবর্স তদ্দেশীয় রাজার বিশেষ হিতৈষিণী ছিলেন, এবং তদীয় রাজ্যের উন্নতির আশয়ে বিস্তর ব্যয় করিতেন। তিনি আমাকে পরিজনের ন্যায় স্নেহ করিতেন, আমিও তাঁহাকে যথোচিত মান্য করিতাম। এক দিবস তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে তিনি কহিলেন, যে রাজব্যাপার জ্ঞাত থাকা সকলেরই কর্ত্তব্য, এবং অনেক স্ত্রীলোক তাহা জানাতে সুখী হইয়াছে। কিন্তু তদ্বিষয় জানিবার আমার যে রূপ ক্ষমতা ছিল, তদ্রূপ কাহারও ছিল না। যে দিবস আমি তাঁহার সহিত এইরূপ কথোপকথন করি, সেই রাত্রিতে পেরিস হইতে ডাকযোগে রাণীর পত্র আসিবার সম্ভাবনা

ছিল। আমার স্বামী রাজার প্রধান কর্ম্মচারী, সুতরাং তিনি সেই পত্র খুলিয়া অবশ্যই দেখিবেন, আমার এরূপ দৃঢ় সংস্কার ছিল; এজন্য রিবর্স তাহার মর্ম্ম অবগত হইবার নিমিত্ত আমার নিকট ঔৎসুক্য প্রকাশ করাতে আমি স্বীকার করিলাম যে, আমি গোপনে স্বামীর নিকট তাহা অবগত হইয়া তোমাকে কহিব। তৎকালে বয়সের অল্পতা-নিবন্ধন আমার তাদৃশ বোধশক্তি ছিল না; এবং ইতিপূর্ব্বেও কখন রাজসংক্রান্ত কোন সম্বাদ জানিতে প্রার্থনা করি নাই। কিন্তু এক্ষণে বোধ করিলাম যে এ বিষয় উত্তম রূপে জ্ঞাত থাকা এদেশের প্রথা; সুতরাং, ইহাতে স্বামীও সন্তুষ্ট হইবেন। অনন্তর রাজসভা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বামী, যে ঘরে লেখা পড়া করিতেন, তথায় অনেক কাগজ পত্র হস্তে করিয়া প্রবেশ করিলেন। আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাওয়াতে তিনি ফিরিয়া চাহিয়া প্রার্থনা জিজ্ঞাসা করিলে, কহিলাম, রাজ্ঞীর নিকট হইতে রাজা যে পত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, ও বোধ হয়, যাহা তাঁহার হস্তে আছে, তাহার মর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা করি। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, যে তুমি এক্ষণে যাও, আমি বড় ব্যস্ত, অল্পক্ষণের মধ্যেই তোমার নিকট যাইব। কিয়ৎ ক্ষণ পরে আমার নিকট আসাতে আমি পুনর্ব্বার সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু তিনি তাহার কিছুই উত্তর না দিয়া অন্যান্য কথা কহিতে লাগিলেন। রাত্রে ভোজন সময়ে আমি কিছুই আহার করিলাম না; কিন্তু তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আমার নিকটে বসিয়া আমাকে যথেষ্ট সমা-

দর ও আর আর সহভোজীর সহ নানাপ্রকার কথোপকথন করিলেন। শয়নকালে আমি তাঁহাকে পুনর্ব্বার সেই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম, যে ঐ বিষয়ের, তুমি যাহা জান, তাহা আমাকে না কহিলে আমার প্রতি তোমার যে প্রীতি আছে, তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। তথাপি তিনি আমাকে কোন প্রত্যুত্তর না দিয়াই নিদ্রা গেলেন। পরদিবস অন্যান্য দিনের ন্যায় অতি প্রত্যূষে আমাকে জাগরিত করিয়া কথোপকথন করিবার উপক্রম করিলে, আমি কোন প্রত্যুত্তর না দেওয়াতে, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মশারী ফেলিয়া রাজ-বাটী গমন করিলেন। মধ্যাহ্নে আহার করিতে বাটী প্রত্যাগমন করিয়া আমার নিকট প্রত্যহ যেরূপ আসিতেন, সেইরূপ আসাতে আমি তাঁহারি হস্ত ধরিয়া কহিলাম, নাথ! বোধ হয়, আমার ক্ষোভ জন্মিলে তোমার কিছুই ক্ষতি বোধ হয় না। ইহা শুনিয়া তিনি আমাকে সপ্রেম-সম্ভাষণ-পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! এসংবাদের অপেক্ষা দুঃখের বিষয় জগতে আর আমার কিছুই নাই, কিন্তু বিষয় কর্ম্ম সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য। আমার প্রাণ, আমার ধন, সকলি তোমার। অন্যের বিষয় সম্পর্কীয় কথা ব্যতীত আমার মনের সমস্ত ভাব তোমার নিকট অপ্রকাশ্য নহে। প্রিয়ে! ধর্ম্ম আমার নিজের বস্তু, রাজার গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া তাহা বিনষ্ট করিতে পারিব না। অতএব এই ভিক্ষা দাও, যে এ বিষয়ে যে উত্তর দিলাম, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আর প্রশ্ন করিও না। তাঁহার জ্ঞান ও সাধুতার বিষয়ে আমার

এমত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে কিঞ্চিৎকাল বিবেচনা করাতে আমার ব্যবহার এ প্রকার হেয় বোধ হইল, যে সেই দিবসাবধি তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত বিষয়কর্ম্মের অথবা পরিবার সংক্রান্ত কথা, যাহা তিনি কহিতেন, তাহাই শুনিতাম, কিন্তু কখন কোন কিছুই জিজ্ঞাসা করিতাম না।

শার্লট ব্রাণ্টি।

ইংলণ্ডস্থ ইয়ার্ক প্রদেশের মধ্যস্থান মরুভূমি সমাকীর্ণ ও প্রস্তরময়। তথায় বৃক্ষ, তৃণাদি কিছুই নাই, বিহঙ্গমগণের সুমধুর স্বরও শ্রুত হয় না। কিন্তু ভূগর্ভে ইতস্ততঃ লৌহ, পাথরিয়া কয়লা ও প্রস্তরের আকর আছে। তাহার বহির্ভাগ কুদৃশ্য ও কঠিন, কিন্তু অন্তর্ভাগ মূল্যবান্ দ্রব্যে পরিপূর্ণ। তথাকার লোকদিগেরও স্বভাব তদ্রূপ। উক্ত প্রদেশের জলা মধ্যে একটী উচ্চ স্থানে হাউর্থ নামে একটি গ্রাম আছে। দুর হইতে দৃষ্ট হয় যে, সেই গ্রামের প্রবেশ পথ ক্রমে ক্রমে নিম্ন হইয়া গিয়াছে, এবং অনায়াসে অশ্বাদির গতিবিধির নিমিত্ত তথায় তদ্দেশীয় এক প্রকার প্রস্তর পাতিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ঐ গ্রামের গৃহ সকল, সেইরূপ প্রস্তর দিয়া নির্ম্মিত হওয়াতে সুদৃশ্য হয় নাই বটে, কিন্তু বাসের অনুপযোগী ছিল না। ঐ পথের উপরিভাগে একটী গ্রিজা ও তৎসন্নিকটে গ্রাম্য পুরোহিতের যৎসামান্য একটী দোতালা বাটী ছিল। শার্লট সেই পুরোহিতের কন্যা। সেই স্থানেই তিনি জন্মগ্রহণ ও উন-

চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রাণত্যাগ করেন। শার্লটের পিতার যাজ্যক্রিয়ার আয় অল্প, ও পরিবার অধিক; এই নিমিত্ত তাঁহার অবস্থা উত্তম ছিল না। আহারাদি যৎসামান্যরূপ হইত। তিনি লোকালয়ে প্রায় যাতায়াত করিতেন না। পাঁচটী কন্যা ও একটী পুত্র রাখিয়া শার্লটের মাতা লোকান্তর প্রাপ্ত হয়েন। সন্তানসন্ততি রক্ষণাবেক্ষণার্থ তাঁহাদিগের মাসী ঐ বাটীতে আসিয়া রহিলেন। কন্যাদিগকে বাল্যাবস্থায় অন্য কোন শিক্ষা না দিয়া কেবল যাহাতে তাঁহারা কষ্টসহ্য করিতে পারেন, এমত উপায় করাই পিতার অভিপ্রায় ছিল। মাসী তদনুসারে তাঁহাদের দ্বারা সমস্ত সামান্য গৃহকর্ম্ম করাইতেন।

দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে শার্লটের দুইটী জ্যেষ্ঠা ভগিনী বাটীর সন্নিকটস্থ একটী পাঠশালায় প্রেরিত হইল; পরে তিনি ও তাঁহার চতুর্থ ভগিনী তথায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু সম্বৎসর পর্য্যন্ত শারীরিক অসুস্থতা হেতুক তাঁহাদিগের সকলকেই বাটীপ্রত্যাগমন করিতে হইল। ঐ বৎসরে শার্লটের জ্যেষ্ঠা ভগিনীদ্বয় প্রাণত্যাগ করিলেন। মাসীর নিকটে ও পিতার সাহায্যে তাঁহারা বাটীতে শিক্ষার্থ নিযুক্তা হইলেন। সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিয়া চিন্তা করিতেন বলিয়া তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তি এমত বৃদ্ধি হইয়া উঠিল, যে শার্লট ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রমে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট গল্প, নাটক ও কবিতা রচনা করিলেন। যে ব্যক্তি অর্দ্ধেক সময় রন্ধনশালা ও ঘর দ্বার পরিষ্কার, তৈজসাদি মার্জ্জন, বস্ত্রাদি প্রক্ষালন, রন্ধন এবং কুস্থানে বন্য ও অসভ্য ব্যক্তি-

দিগের মধ্যে বাস করিয়া কালযাপন করিতেন, তাঁহার পক্ষে এমত শুদ্ধভাব ও বিশুদ্ধ রচনা অতি গৌরবের বিষয়। তিনি পুনরায় একটী পাঠশালায় গমন করিলেন। তথায় তাঁহার খর্ব্বাকার, কুৎসিতমূর্ত্তি, অল্প দৃষ্টি এবং কুবেশ দেখিয়া ছাত্রবর্গ ক্রমাগত বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার গুণগ্রহণ পূর্ব্বক পাঠশালাধ্যক্ষ তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, এবং ছাত্রদিগের মধ্যেও দুই এক জনের সহিত তাঁহার আন্তরিক বন্ধুত্ব হইল। এক বৎসরের মধ্যে তিনি পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া বাটীতে কনিষ্ঠা ভগিনী-গণকে শিক্ষা প্রদান ও লালন পালনে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার বাটীতে অথবা জলাতে থাকিতে প্রয়োজন না হইলে প্রায় গ্রামে আসিতেন না। রবিবারে অধ্যয়নের নিমিত্ত সেখানে যে একটী পাঠশালা ছিল, তথায় শার্লট নিয়মিত রূপে শিক্ষা প্রদান করিতেন।

শার্লটের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে চিত্রকরের কর্ম্ম শিক্ষার্থে লণ্ডন নগরে রাখিবার জন্য অর্থের আবশ্যক হওয়াতে তিনি ইতিপূর্ব্বে যে পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতেন, তথায় অত্যল্প বেতনে শিক্ষিকার পদে নিযুক্ত হইলেন। এস্থলে তিনি অবিরত শিক্ষা দানে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং নিজের বহুবিধ কষ্ট, ভগিনীগণের শারীরিক অসুস্থতা, সংসারের অনাটন এবং ভ্রাতার বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন। শার্লটের ভ্রাতা কুসঙ্গে পতিত হইয়া প্রথমতঃ পরিহাসচ্ছলে অল্প অল্প গর্হিত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনীগণের ন্যায় ধর্ম্মবল, প্রগাঢ় বুদ্ধিবৃত্তি এবং

মানসম্ভ্রম নষ্ট হইবার ভয় না থাকাতে পরে এক কালে বিলক্ষণ দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়া উঠিলেন। তন্নিমিত্ত তাঁহার পবিত্রস্বভাবা হিতৈষিণী ভগিনীগণের যথোচিত ক্লেশবোধ হইল। শার্লট যদিও গৃহে থাকিয়া বিদ্যাচর্চ্চায় অনুরক্ত ও বাহিরে যাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তথাপি এই কৃতঘ্ন যুবকের সাহায্য ও সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ চাকরী করিতে বাটী হইতে গমন করিলেন। শার্লট "জেন আয়ার" নামক এক চিরস্মরণীয় কাব্য লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও সাধারণের চিত্তরঞ্জক গুণ না থাকাতে তিনি কেবল অতি শিশু বালিকাদিগের শিক্ষার্থে বার্ষিক ১৬০ টাকা বেতনে এক গৃহস্থের বাটীতে নিযুক্ত হইয়া সূচীকর্ম্ম প্রভৃতি অনেকবিধ পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইলেন। তথায় গৃহিণীদিগের নির্দ্দয়স্বভাব বশতঃ তিনি অশেষবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন, এবং তিনি এ প্রকার শিক্ষকদিগের যন্ত্রণার বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তৎ পাঠে আমাদিগকে সাতিশয় পরিতাপিত হইতে হয়; অতএব জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যে তাঁহারা ত্বরায় এ ক্লেশ হইতে মুক্ত হয়েন। কিছুকাল পর্য্যন্ত এই কর্ম্মে থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক যৎপরোনাস্তি কষ্ট সহ্য করাতে শার্লট পীড়িত হইয়া বাটীপ্রত্যাগমন করিলেন। পরে সংসার অচল হওয়াতে আপনার সুখস্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিয়া পুনরায় আর একটী গৃহস্থের বাটীতে শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে বাটীপ্রত্যাগমন পূর্ব্বক তিন ভগিনীতে একত্রিত হইয়া একটী পাঠশালা স্থাপিত

করিতে স্থির করিলেন। তৎকর্ম্মে যে টাকার প্রয়োজন ছিল, তাঁহাদিগের মাসীঠাকুরাণী তাহা দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ফরাসিস্ ভাষা শিক্ষাদানের আবশ্যকতা বিবেচনায় শার্লট ও তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী এমিলিকে ব্রসেল্স নগরে যাইতে হইল। দুই বৎসর তন্নগরে প্রথমতঃ ছাত্র, পরে শিক্ষিকা হইয়া ফরাসিস্ ভাষায় নৈপুণ্য লাভ করত বাটীপ্রত্যাগমন করিলেন। এক্ষণে শার্লট ও তাঁহার ভগিনীদ্বয় একটী পাঠশালা স্থাপন করিয়া ছাত্রী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অনেক দিবসাবধি একটীও বালিকা প্রাপ্ত হইলেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে তৎকালে অনেক অজ্ঞব্যক্তি এ কর্ম্মে বিলক্ষণ অর্থ লাভ করিত, কিন্তু এই গুণবতী স্ত্রীরা কিছুমাত্র অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলেন না। এই সময়ে তাঁহাদিগের ভ্রাতা মদ্যাসক্তি ও অন্যান্য কুব্যবহার হেতুক পদচ্যুত হইয়া বাটীপ্রত্যাগমন করিলেন। ভ্রাতা তাঁহাদিগের গৌরব ও ভরসাস্থল ছিল; কিন্তু এক্ষণে সে আশায় নিরাশ হইয়া তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা ও দুশ্চরিত্রতার জন্য অতিশয় লজ্জিত এবং অসুখী হইলেন। তাঁহার বাহ্যদৃশ্য, বাক্য, ও ব্যবহার এরূপ কদর্য্য ছিল, যে কোন ভদ্রলোক তাঁহার সহিত কদাপি বাস করিতে পারিত না; তথাপি ধর্ম্মপরায়ণা ও যশস্বিনী ভগিনীত্রয় স্নেহবশতঃ যৎপরোনাস্তি কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে বাটী রাখিয়া সেবাশুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ও তাঁহার শৌণ্ডিকের ঋণ বারম্বার পরিশোধ করিলেন। ভ্রাতা কিছু দিবস এই প্রকার অপরি-

মিতাচার করিয়া ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমে প্রাণত্যাগ করিলেন; পিতাও অতি প্রাচীনাবস্থায় শোক প্রাপ্ত হইয়া অন্ধপ্রায় হইলেন; টেবী নামক বহুকালের প্রাচীনা ও বিশ্বস্তা দাসী পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়া নিতান্ত অশক্ত হইল। এই ঘোর বিপদ কালে শার্লট নিজে অসুস্থ থাকিয়াও ভগিনী-দ্বয়ের সাহায্যে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ধর্ম্ম বিবেচনায় এমন আশ্চর্য্যরূপে নির্ব্বাহ করিলেন, যে তাহা স্মরণ করিলে আমাদিগের মনে তাঁহাদিগের প্রতি প্রেম ও ভক্তিভাবের উদয় হয়। এই দুঃসময়েই শার্লট ও তাঁহার ভগিনীদ্বয় পদ্যে রচিত একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থ সাধারণের সমাদৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগের অনেক অর্থ ব্যয় হয়। পর বৎসর শার্লট "জেন আয়ার" ও "ফিলোজফর" নামক দুই খানি কাব্য গদ্যে লেখেন, এবং তাহার ভগিনীরাও এক একটী গল্প রচনা করেন। পিতা নিজ চক্ষের ছানী পরিষ্কৃত করাইয়া যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন; শার্লট তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া ও অবকাশ মতে "জেন আয়ার" কাব্য রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ এপ্রকার উৎকৃষ্ট হইয়াছিল, যে পাঠকবৃন্দ তৎপাঠে চমৎকৃত হইলেন এবং লেখককে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। এই সময়ে অনেক লোক তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, যে তিনি উপযুক্ত বেতনে শিক্ষিকার কর্ম্ম স্বীকার করেন, কিন্তু পিতৃভক্তি প্রধান ধর্ম্মজ্ঞানে তিনি বাটী হইতে কুত্রাপি গমন করিলেন না। তিনি কহিতেন যে, "আলোচনার

অভাবে আমার ফরাসিস্ ভাষায় পারদর্শিতা ও অন্যান্য বিদ্যা বিফল হওয়া দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু স্থানান্তরে গিয়া শিক্ষিকার পদ গ্রহণ করিতে বাসনা করিলে আমার হিতাহিত জ্ঞান কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া থাকি। অতএব সে শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া যে মঙ্গল হইবেক, তাহা আমি কখনই আশা করি না"।

শার্লট স্বীয় রচিত গ্রন্থের গৌরবে এতাদৃশ যশস্বিনী হওয়াতেও কিঞ্চিন্মাত্র অহঙ্কৃত হইলেন না। তিনি পূর্ব্ব-মত নির্জ্জনে থাকিয়া বিদ্যানুশীলন, সামান্য গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ এবং পীড়িত পরিজনদিগের সেবাশুশ্রূষা করণে বিরত হইলেন না। ভ্রাতার মৃত্যুর কিছু কাল পরেই শার্লটের ভগিনীদ্বয় গতাসু হইলে, তিনি একাকিনী গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগিনী এন মৃত্যুকালীন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, যে "জগদীশ্বরের কৃপায় সমস্ত মঙ্গল হইবেক, অতএব সাহস অবলম্বন কর"। শালট এই দুঃসময়ে নিজ অবস্থা বর্ণন করিয়া কহেন, যে "আমি ঘোরতর শোকে নিমগ্ন হইয়া দিবারাত্রি বিলাপ করিতেছি; প্রাতঃকালে উঠিয়া চিন্তা করি যে দিবাভাগ দুঃখে যাপন হইবেক, রাত্রেও ঐ ভাবনা প্রবল হইয়া নিদ্রা নষ্ট করিবেক; এবং পরদিবস প্রাতেও সেই প্রকার ব্যাকুল অবস্থায় গাত্রোত্থান করিতে হইবেক। কিন্তু আমি এইরূপ দুরবস্থায় পতিত হওয়াতেও পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিকতা হেতুক এক কালীন বল ও ভরসা হীন হইয়া এই বিপদের সহিত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলাম

না। আমি বহুকষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় এমত বিপদ্ যেন কাহারও না ঘটে"। এই সময়ে তাঁহার "শার্লী" নামক কাব্য প্রকাশ হইলে, তিনি লণ্ডন ও এডিনবর্গ প্রভৃতি নগরে গমন করিলেন; এবং তথায় থাকিয়া অনেক বিখ্যাত স্থান, গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্ত্তার বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি প্রসিদ্ধ ও সর্ব্ববাদি সম্মত।

তাঁহার পিতার অধীনস্থ নিক্লস্ নামক এক ধার্ম্মিক পুরোহিতের পাণিগ্রহণ করিয়া শার্লট নয় মাস পরে প্রাণত্যাগ করিলেন। আসন্নকালে তিনি স্বামীকে কহিলেন "বোধ করি, এক্ষণে আমার মৃত্যু হইবেক না; জগদীশ্বর আমাদিগের এত শীঘ্র কখনই পৃথক্ করিবেন না; কারণ আমরা পরস্পরে পরম সুখী হইয়াছি"। এই কথাতেই বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে, যে বিবাহ করিয়া তিনি পরম সুখী হইয়াছিলেন।

শার্লট ব্রাণ্টির মনোহর জীবনচরিত পাঠে তাঁহার দুরবস্থা হেতুক অসীম দুঃখ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্র জন্য বর্ণনাতীত প্রশংসা আমাদিগের মনে উদয় হয়। শারীরিক অসৌন্দর্য্য, দরিদ্রতা, নির্জ্জনতা, নিরভিমান ও তাবৎ আশা ভরসা হইতে নিরাশ হওয়া প্রভৃতি সমস্ত অশুভকর ঘটনা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, কিন্তু জগদীশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তিনি তদ্দ্বারা কদাচ পরাজিত হয়েন নাই। তাঁহার একটী পরমাত্মীয় বন্ধু কহেন যে "কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিষয় তিনি সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন, এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার যেরূপ উচ্চা-

ভিপ্রায় ছিল, সে প্রকার আর কাহারও ছিল না, এবং কেহও তদ্রূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। উক্ত কর্ম্ম-সাধনে বলবান্ ও ধনবান্ ব্যক্তি অপেক্ষা তাঁহার অধিক কষ্ট হইয়াছিল। যাবজ্জীবন তিনি পরিশ্রম ও ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু আশু সুখের প্রত্যাশায় কখনই তাহা পরিত্যাগ করেন নাই"। শার্লটের লেখাতেও এই অভি-প্রায় সপ্রমাণ হইতেছে। এ বিষয়ে তিনি এক জন বন্ধুকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা—"তোমার যে বিষম দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিয়াছি। দুইটী পথের মধ্যে যেটী যথার্থ অথচ ক্লেশদায়ক, সেইটীতেই চলিতে তোমার ধর্ম্মজ্ঞান তোমাকে উৎসাহ প্রদান করিতেছে। কিন্তু নির্দ্দয় ও বন্ধু-হীন জনসমাজে প্রবেশপূর্ব্বক শিক্ষিকার পদ গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা অথবা বাটী থাকিয়া অন্নাভাবে কষ্টসহ্য করত বৃদ্ধ মাতার সেবায় নিযুক্ত থাকা তোমার কর্ত্তব্য কি না, তাহা তুমি স্থির করিতে অশক্ত। এ বিষয়ে আমার যে অভিপ্রায় তাহা অকপটে প্রকাশ করিতেছি। যে পথে গমন করিলে আত্মসুখ বর্জ্জিত ও পরসুখ বর্দ্ধিত হয়, সেই ধর্ম্মপথ, এবং যে ব্যক্তি তাহা অবলম্বন করে, তাহার প্রথমে ক্লেশ ও পরে সুখসৌভাগ্য ঘটিয়া থাকে। তোমার মাতা বৃদ্ধা ও জীর্ণা এবং এ প্রকার ব্যক্তিদিগের সুখের উপায় শারীরিক স্বাস্থ্যবিশিষ্ট যুবকদিগের অপেক্ষা অত্যল্প, অতএব তাঁহাদিগের সেই অত্যল্প সুখ বঞ্চিত করা নিতান্ত নিষ্ঠুরের কর্ম্ম। যদ্যপি তুমি নিকটে থাকিলে

তোমার মাতা সুখী ও তুমি অনুপস্থিত হইলে তিনি অসুখী হন, তবে তোমার বাটী থাকা অত্যাবশ্যক। বাটীতে থাকিয়া মাতার সেবাশুশ্রূষা করিলে আপাততঃ লাভ হইবে না, ও সাধারণ লোকেও তোমার প্রশংসা করিবে না বটে, কিন্তু ইহা করিলে তোমার হিতাহিত বোধ অবশ্যই তোমাকে প্রবোধ দিবেন, অতএব তোমার সেই প্রকার করা কর্ত্তব্য। আমি স্বয়ং যেরূপ ব্যবহার করিতেছি, তোমাকেও সেই প্রকার করিতে পরামর্শ দিলাম"। মিশর দেশীয় নাইল নদ যেরূপ বহুকালাবধি মরুভূমিস্থ বালুকা কর্ত্তৃক আবদ্ধ না হইয়া নিকটস্থ ভূমি ফলবতী করিতেছে, তদ্রূপ পরহিতৈষিণী ও পবিত্রচিত্তা শার্লট যাবজ্জীবন সমস্ত অশুভ ঘটনা অতিক্রম করিয়া ও আপন সুখসম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিকটস্থ সকল ব্যক্তির উপকারে নিয়ত নিযুক্ত ছিলেন।

শিশুদিগের বন্ধু এনালেটিসিয়া বারবল্ড।

এনালেটিসিয়া ইংলণ্ডস্থ লিষ্টর প্রদেশের পাদ্রি জন একিনের কন্যা ছিলেন। পাদ্রি রচমণ্ট বারবল্ড তাঁহার পাণিগ্রহণ করাতে তাঁহার নাম বারবল্ড হয়। সাফোক প্রদেশে তাঁহার স্বামী যে একটী পাঠশালা স্থাপন করেন, তাহা কেবল বিবি বারবল্ডেরই যত্নে উন্নতি প্রাপ্ত হয়। তিনি তথায় কএকটী শিশুকে স্বয়ং শিক্ষা প্রদানে নিযুক্ত ছিলেন। শিশুদিগের পাঠার্থ তিনি সময়ে সময়ে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক বহুবিধ পদ্য ও গদ্য রচনা করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত রাজ্যশাসন ব্যাপার ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সমূহের দোষাদোষ সংক্রান্ত অনেক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তির প্রাখর্য্য, অসাধারণ কল্পনাশক্তি, ধর্ম্মপরায়ণতা এবং নানা প্রকার বিদ্যায় যে নৈপুণ্য ছিল, তাহা তৎ-প্রণীত নানাবিধ গ্রন্থ দ্বারাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। অনেকের চিত্তক্ষেত্রে বিবি বারবল্ড ধর্ম্মবীজ রোপণ করিয়াছিলেন। তিনি কহেন, যে শীতকাল গত হইলে যখন বসন্ত ঋতুর সমাগমে বৃক্ষাদি পল্লবাবৃত, মুকুলিত ও নানা বর্ণের পুষ্পে সুশোভিত হয়, তখন কোন্ কঠিনা-ন্তঃকরণ গায়কপক্ষিগণের ধ্বনির সহিত স্বীয় স্বরসংযোগ করিয়া বিশ্বপাতার প্রতি একাগ্রচিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রশংসা প্রদানে বিরত হয়? ঋতুর পরিবর্ত্তনে ভিন্ন ভিন্ন তরু, লতা, পুষ্প ও ফল স্ব স্ব স্থানে মুকুলিত ও ফলিত হইতে দেখিয়া কে না বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলেন;—প্রত্যেক ক্ষেত্র গ্রন্থ স্বরূপ ও প্রত্যেক পুষ্পরূপ পত্রোপরি উপদেশ লিখিত আছে, এবং নদী ও প্রবাহিত বায়ু সুমধুর স্বর-সম্পন্ন হইয়া স্রষ্টার মহিমা ও গুণকীর্ত্তন করিতেছে! এবম্প্রকার অভিপ্রায়ানুসারে বালকদিগকে শিক্ষা প্রদান করিলে জগদীশ্বরের কৃপায় তাহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান নির্ম্মল ও পবিত্র হয়, এবং তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বাল্যশিক্ষিত সংস্কার বশতঃ স্বাভাবিক বস্তুর প্রতি প্রেম ও অকৃত্রিম সুখ স্মরণ করিয়া পুলকিত হয়। বিবি বারবল্ডের পবিত্রতা এবং উচ্চাভিপ্রায়ের বিষয় আমাদিগের বলা বাহুল্য মাত্র, যেহেতুক তাঁহার জীবনীতে এবং রচনা দ্বারা ইহা বিলক্ষণ

সপ্রমাণ হইতেছে। মনুষ্যবর্গের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কার এই যে, এক ব্যবসায়ী হইলে পরস্পর ঈর্ষ্যা জন্মিয়া থাকে, কিন্তু তিনি নিজে গ্রন্থকর্ত্রী হইয়াও অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্রীদিগকে সাতিশয় সমাদর করিতেন। তৎসময়ের প্রধান প্রধান গ্রন্থকর্ত্রীদিগের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সদালাপ ছিল, এবং সর্ব্বদা তাহাদিগকে প্রশংসা ও মান্য করিতেন এবং ভাল বাসিতেন। যে সকল স্ত্রীলোক বিদ্যানুশীলনে প্রথম প্রবৃত্ত হইত, তিনি তাহাদিগকে সৎপরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করিতেন। অন্যের রূপলাবণ্য দর্শনে অন্যান্য নারীর ন্যায় ঈর্ষ্যা না করিয়া তিনি অতিশয় হৃষ্ট হইতেন বালক বালিকা ও যুবক যুবতীর প্রতি তিনি অতি বদান্য ছিলেন, তাহাদিগের সহবাস করিতে ভাল বাসিতেন, এবং তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করত বহুদিবসাবধি নিজ গৃহে রাখিয়া আনন্দিত করণে ও শিক্ষা প্রদানে কদাচ ত্রুটি করিতেন না। তাহারা স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলে পর, তিনি তাহাদিগকে স্মরণার্থ সময়ে সময়ে পত্রাদি লিখিতেন, ও উপঢৌকন প্রদান করিতেন। পতির প্রতি তিনি প্রগাঢ় প্রেম এবং ভ্রাতা ভগিনী ও অন্যান্য পরিজনবর্গের প্রতি যৎপরোনাস্তি স্নেহ প্রকাশ করিতেন; এবং তাহারাও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম, সম্ভ্রম ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত। যাবজ্জীবন কখন কোন বন্ধুর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হয় নাই।

তিনি গতাসু হইলে তদীয় রচনাদি সংগৃহীত হইয়া তিন খণ্ড পুস্তকে মুদ্রিত এবং ইংলণ্ড ও ইউনাইটেড্‌-

ষ্টেটসে প্রচলিত হইল। গ্রন্থ দ্বারা তাঁহার অসাধারণ রচনাশক্তি, নূতন ভাব এবং বাক্য বিন্যাসের অত্যুৎকৃষ্ট প্রভা প্রকাশ পাইতেছে। শিশুশিক্ষা বিষয়ে তাঁহার যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

শিশুশিক্ষা।

"মনুষ্যের চরিত্র সংশোধন ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধনই যে শিক্ষার উদ্দেশ্য, তাহা সাধারণ লোকে জ্ঞাত নহে। যদি এই গুরুতর কার্য্য পিতামাতা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাহ হওয়া দুষ্কর, তবে বৈতনিক শিক্ষক দ্বারা তাহা যে সুসম্পন্ন হইবে, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। তাহাদিগের সাহায্যে কেবল বিদ্যাধ্যয়নই হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। পিতামাতার ব্যবহার, কথোপকথন, বিষয় কর্ম্ম, প্রিয়াপ্রিয় পাত্র, সংসর্গ, ভৃত্যবর্গ, অবস্থা, বাটী এবং তত্রস্থ দ্রব্যাদিই সন্তানের প্রকৃত শিক্ষক স্বরূপ। বালকের হিতাহিত বিবেক-শক্তির উদ্রেক হইলে এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শিক্ষা লাভ করিতে পারে ; এবং এই সকল বিষয়ের প্রতি তাহার চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে। গ্রন্থপাঠ ও বাচনিক উপদেশে কেবল তাহার বাক্‌পটুতা জন্মে, কিন্তু অবস্থার অনুকরণ ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই তাহার চরিত্রের উৎকর্ষাপকর্ষ লাভের উপায়ান্তর নাই। দুরবস্থা হইতে যে ব্যক্তি স্বকীয় পরিশ্রম ও নৈপুণ্যপ্রভাবে ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত হন, তাঁহার

পুত্র কদাচ তাঁহার ন্যায় পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান্ হইতে পারে না, কারণ পিতার পূর্ব্ব দৈন্যদশা তাহার জ্ঞাতসারে ঘটে নাই। যদিও অবস্থার পরিবর্ত্তনে পিতা ভোগাসক্ত হন, তত্রাচ পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ তিনি মনে মনে সামান্য আহার-বিহার-প্রিয় ও পুরাতন বন্ধুতে অনুগত থাকেন; কিন্তু পুত্র আপন সৌভাগ্যের অবস্থায় পরিবর্দ্ধিত হওয়াতে তৎকালোচিত স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন কোন ধনাঢ্য জনক পুত্রকে বিষয় কর্ম্ম শিক্ষার্থ যোগ্য স্থানে একটী কার্য্যালয় স্থাপন করিয়া তাহাকে তথায় প্রেরণ করেন। কঠোর অভ্যাস জন্য শীতকালের প্রাতে উদ্যান মধ্যে তাহাকে ধাবমান এবং অন্যান্য শিশুসন্তানকে শয্যা হইতে উত্তোলন করত শীতল জলে স্নান করান। এইরূপ করিয়াই তিনি মনে করেন, যে নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার ভ্রম মাত্র। কারণ তাঁহার দৈন্যদশায় তিনি নিজে কালাকাল বিচার না করিয়া প্রতি দিবসের অধিকাংশ প্রান্তর মধ্যে বা অন্ধকারে নগ্ন-পাদে জীবনসংশয় করিয়া কর্দ্দমোপরি গতায়াত করিতেন, তথাচ তাঁহার নিমিত্তে কেহই চিন্তিত ছিল না; পিতা-মাতাও দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া বহু পরিবার পালনে অশক্ত হেতুক তাঁহার প্রতি স্নেহরসে বর্জ্জিত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বর্ত্তমানাবস্থায় তিনি নিজ পিতামাতার ন্যায় ব্যব-হার করিলে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ উভয়ে বিরুদ্ধ হয় বলিয়া তিনি কদাচ তদ্রূপ করিতে পারেন না। যদি সামান্য আবশ্যক বলিয়া তিনি সামান্য খাদ্য ও পানীয় পুত্রকে

প্রদান করেন, তাহা যদিও তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষে সামান্য বোধ হইতে পারে বটে, তথাচ তাহা সাধারণের পক্ষে অতি উপাদেয় ও অর্থব্যতীত কদাচ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পিতার সুখসম্ভোগ হইতে তাহাকে এককালীন বিরত করা অসাধ্য, কারণ কখন পিতা কখন বা ভৃত্যবর্গ তাঁহাকে তদাস্বাদন করাইয়া থাকে।

ধনসম্পত্তি যে কেবল ইন্দ্রিয় সুখবর্দ্ধক এমত কখনই নহে; ইহা দ্বারা প্রকৃত সুখ, উৎকৃষ্ট ব্যবহার এবং হিতাহিত বিবেক শক্তি জন্মিয়া থাকে, কিন্তু সাধারণ লোকে ইহাকে কেবল অসৎপথেই প্রয়োগ করে, সুতরাং সুখসম্ভোগে মত্ত বা অসঙ্গত আশায় মগ্ন হওয়া সাধারণের পক্ষে নিতান্ত অবৈধ কর্ম্ম।

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান শুভদায়ক বিবেচনায় সন্তান সন্ততিকে অল্পরাত্রে আহারান্তে শয়নার্থ অনুমতি করিলেও তাহারা পিতৃভবনে সমাগত ব্যক্তিগণের কলরব ও শকট ধ্বনিতে কুটীরনিবাসী ব্যক্তিদিগের ন্যায় সুখে নিদ্রা যাইতে পারে না; সুতরাং কিয়ৎকাল পরে পিতার শাসনাভাবে তাহারা ক্রমে ক্রমে রাত্রিকালে অন্যান্য পরিজনের ন্যায় অপরিমিতাচারী হইয়া উঠে। এরূপ নিয়মে তাহাদিগের কুরীতি কেবল কিয়ৎকালের নিমিত্ত নিবৃত্ত থাকে, কদাচ এক কালীন বিলুপ্ত হয় না।

কেবল উপদেশ দ্বারা নীতিশিক্ষা হয় না। পুত্রকে সত্য কথা কহিতে আমরা সর্ব্বদা উপদেশ দিয়া থাকি; কিন্তু তাহা প্রায় বিফলই হইয়া থাকে। "হে পুত্র কোন ক্ষতি

করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিলে আমি তোমার প্রতি রাগত না হইয়া সন্তুষ্ট হইব” পিতার এই কথা শুনিয়া পুত্র মনে মনে এইরূপ স্থির করে, যে পিতা যাহাতে জানিতে না পারেন, আমি এরূপ সতর্ক হইয়া কর্ম্ম করিব। তাহা হইলে আমি আর তাঁহার কোপভাজন হইব না। সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। বালক বিলক্ষণ জ্ঞাত আছে, যে তাহার পিতা সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহার্থে সহস্র সহস্র মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন। পীড়িত বন্ধুর নিকট অশুভ সম্বাদ ও কোন আত্মীয় ব্যক্তিকে স্বীয় ক্লেশ গোপন করণে পিতার যদ্রূপ মিথ্যা কহা আবশ্যক, তদ্রূপ পুত্রও অন্যান্য কারণে অসত্য প্রয়োগ প্রয়োজনীয় জ্ঞান করে। আমাদিগের ব্যবহার ও মনের ভাব অনুসন্ধানে যে ব্যক্তির ক্ষমতা আছে, তাহার নিকট বৃদ্ধ ও যুবা উভয়েই মিথ্যা কহিয়া থাকে; কিন্তু পরলোকে দণ্ডনীয় হইবার ভয় উপস্থিত হইলে তাহারা স্পষ্ট মিথ্যা না কহিয়া কপটতা অবলম্বন করে। কি সন্তান, কি দাস, কি প্রজাবর্গ, সকলেই প্রভুর দৃষ্টান্তানুসারে শিক্ষিত হইয়া সময় বিশেষে কোন বিষয় প্রকাশ করিতে হইলে চাতুর্য্য ব্যবহার করিয়া থাকে।

সদভিপ্রায়, উপদেশের ছলে ব্যক্ত হইলেও ফলদায়ক হয় না; কিন্তু যখন ইহা কথাচ্ছলে প্রকাশিত হয় ও বালকেরা তাহা হঠাৎ শ্রবণ করে, তখন তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রজাবর্গ ধর্ম্মালয়ে যদ্রূপ ধর্ম্মযাজকদিগের উপদেশকে যথার্থ উপদেশ জ্ঞান না করিয়া কেবল তাহা-

দিগের ব্যবসায়ানুযায়ী কথা বলিয়া বোধ করে, বালকেরা পিতা ও শিক্ষকের প্রকাশ্য উপদেশকেও তদ্রূপ জ্ঞান করে। পিতা যে নিয়মানুসারে স্বয়ং ব্যবহার করেন ও যে নিয়মে পুত্রকে চলিতে কহেন, তাহার প্রভেদ বালকেরা অনায়াসেই জানিতে পারে। পিতামাতা কাহার প্রতি তুষ্ট, কাহার প্রতি রুষ্ট, কাহার নিমিত্ত তাঁহারা উত্তম উত্তম স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত পাত্রোপরি আহারাদি দিয়া থাকেন, কাহার সহিত সাক্ষাতে তাঁহারা আপনাকে ধন্য বোধ করেন এবং কাহাকেই বা নিজ সমভিব্যাহারে লইয়া সম্মান করেন, তাহা বালকেরা বিলক্ষণ অবগত আছে। পিতা কোন কোন ব্যক্তিকে অধিকতর সম্মান করেন দেখিয়া পুত্র প্রশ্ন করাতে, তিনি এই প্রত্যুত্তর করিলেন, যে "পৃথিবীতে লোক অবস্থানুসারে সম্মানিত হয়। ধর্ম্ম ও জ্ঞানই কেবল যশের কারণ; অতএব হে পুত্র ধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন বস্তুকেই সম্মান করিও না"। এইরূপ উপদেশ বালকের কষ্টে বোধগম্য হয়। একদা পিতার বাটীতে অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত, সকলে বড় ব্যস্ত, সাধারণ কর্ম্মাদি বন্ধ, লোকের যাতায়াত, কাহারই এমত অবসর নাই যে তাহাকে ক্রোড়ে লয় এবং তাহার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর করে, তাহার পাঠ বন্ধ, তাহার নিদ্রার নিয়মের ব্যতিক্রম, কিরূপে তুষ্টি সাধন হইবে ও কি প্রকারে ভাল বলিবে, এই সকলের চিন্তার বিষয় হইল। অবশেষে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি, যাহার দুশ্চরিত্রের বিষয় বালক বারম্বার শ্রুত হইয়াছিল, সে তথায় উপস্থিত হইল। ইহা দেখিয়া বালক এমত একটী

উপদেশ প্রাপ্ত হইল, যে তাহা কিছুতেই বিনষ্ট হইল না। অপর এক দিবস পিতৃভবনে কোন ব্যক্তির আগমনের বিষয় জ্ঞাত হইয়া পুত্র মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল "মাতঃ বাটীতে অপর লোক আসিবেক, আমার কি বেশভূষা আবশ্যক"। মাতা উত্তর করিলেন "না বেশভূষার আবশ্যক নাই, সচ্চরিত্রা বিবি অমুক ব্যতীত আর কেহই আসিবেন না" এই কথাটি বালকের পক্ষে দ্বিতীয় উপদেশ স্বরূপ এবং তাহা সে কখনই বিস্মৃত হইবেক না। পুত্রকে প্রকাশ্য পাঠশালায় পাঠাইয়া তথাকার কুরীতি সংশোধনার্থ পিতা বাটীতে ধার্ম্মিক ও নীতিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তৎকর্ত্তৃক বালকের পাঠাভ্যাসের সাহায্য হয় বটে, কিন্তু নীতিজ্ঞানোপার্জ্জন কিছু মাত্রই হয় না। বালকের পাঠশালাস্থ সঙ্গিগণ, নিজের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে যে অর্থ প্রাপ্ত হয়, এবং উপস্থিত কাল ও স্থানের প্রচলিত ব্যবহার এই সমস্ত দ্বারা তাহার চরিত্র ভাল মন্দ হইবেক, কেবল গুরু উপদেশে হইবেক না। আর এই কয়েক বিষয়ে যদ্যপি পিতার প্রথমাবস্থা পুত্রের অবস্থা হইতে ভিন্ন হয়, তবে তাহার চরিত্র ও ধর্ম্ম তাঁহার অপেক্ষা বিভিন্ন হইবেক।

সকলে কহিয়া থাকেন, যে বালককে শিক্ষা প্রদান বহুব্যয় সাধ্য। এ কথাটী বস্তুতঃ সত্য বটে, কিন্তু তাহাকে কেবল উপদেশ প্রদান করণের ব্যয়, ধার্ম্মিক করণের ব্যয় অপেক্ষাকৃত অধিক। যেহেতুক তাহাতে পিতাকে নিজে, তাঁহার বন্ধুবান্ধবকে, ভৃত্যগণকে ও সমভিব্যাহারীদিগকে ধার্ম্মিক হইতে হয়। এরূপ হইলে যদিও

শিক্ষোপযোগী অনেক কর্ম্ম করা হয় বটে, তথাচ এমত অনিবার্য্য অঘটন ঘটনা উপস্থিত হয়, যে তাহার ফল অবশ্যই দর্শিবে। পুত্রকে ইন্দ্রিয় সুখাসক্ত হইতে সকলে নিষেধ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কোন পিতা এই উপদেশের পোষকতা হেতুক স্বীয় শকটাদি ও সম্মানোপাধি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন? শিল্প কর্ম্মে উৎসাহান্বিত করিবার জন্য অনেকে শিল্পশালায় পুত্রকে লইয়া যন্ত্রাদি প্রদর্শন করান, কিন্তু অর্থচিন্তা তাহাকে যে প্রকার উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকে, এমত আর কিছুতেই সমর্থ হয় না। পিতার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত অপেক্ষা অর্থের ক্ষমতা অধিক। পুত্রকে নম্র ও নিরহঙ্কারী করিবার জন্য পিতা স্বয়ং তদ্রূপ ব্যবহার এবং তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদানার্থ বহুব্যয়ে সুবিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করেন; কিন্তু বালক কেবল স্বীয় উপকারার্থ সুবিজ্ঞ শিক্ষককে নিযুক্ত দেখিয়া অপেক্ষাকৃত অহঙ্কৃত হয়। এবং তাহার অহঙ্কার উক্ত শিক্ষকের কোন উপদেশেই নিবারিত হয় না। অতএব নম্রতা ও সুশীলতার বিষয়ে বালককে যতই উপদেশ প্রদত্ত হয়, সে ততই অহঙ্কৃত হইয়া উঠে। এরূপ ফল অবস্থাধীন এবং ইহার অন্যথা কদাচ হয় না।

বালকের ভৃত্যবর্গ ও সঙ্গিগণ পিতার প্রতি সম্ভ্রমবশতঃ তাঁহার অস্থির স্বভাব দর্শনে বৈরক্তি প্রকাশ অথবা তাহা নিবারণ করে না। আর পুত্র বুদ্ধিমান্ হইলে পিতা নিজেও তৎপ্রকাশিত বচন সকল পুনরুক্তি করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ ও আত্মম্ভরী হইলে তাহার

স্বভাব শোধনের চেষ্টা না করিয়া তাহার ধনও ঐশ্বর্য্য খর্ব্ব করণ, অহঙ্কৃত হইলে তাহার মান সম্ভ্রম ন্যূন করণ, নীচপ্রকৃতি হইলে তাহার সংসর্গ শোধন, ভীরু ও ক্ষুদ্রাশয় হইলে তাহার দুঃখমোচন ও সম্ভ্রম বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য।

প্রচলিত শিক্ষা প্রণালী হইতে অতিরিক্ত ফল প্রত্যাশা করা অকর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা অনেক উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, নানা বিদ্যায় নিপুণতা জন্মে, শিশুকালের মহামূল্য সময় অত্যুৎকৃষ্টরূপে ব্যবহৃত হয় এবং অনেক বিষয়ে সদভ্যাস জন্মে। এই সমস্ত সদভ্যাস যদ্যপি পরে অবস্থা পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয়, তত্রাচ সদুপদেশ বশতঃ সে পরিবর্ত্তনের ন্যূনতাও অনেক বিলম্বে হইয়া থাকে। যথার্থ শিক্ষা প্রদানের কর্ম্ম পিতা হইতে অন্যের হস্তে প্রদান করা অকর্ত্তব্য।

বালককে বিদ্যা উপদেশ দিবার জন্য শিক্ষক প্রয়োজন করে বটে, কিন্তু তাহাকে সচ্চরিত্র করা কেবল পিতার কর্ম্ম। কি দুঃখী, কি ধনী, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ সকলেরই শিক্ষা আবশ্যক বলিয়া পরম করুণানিধান জগদীশ্বর ইহার প্রণালী অনিশ্চিত ও কঠিন করেন নাই। মহা মহা পণ্ডিত কর্ত্তৃক উপদেশ দ্বারা বালকের স্বাভাবিক অবস্থা হেতুক যে সংস্কার জন্মে, তাহা নষ্ট করিবার চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল। সকলেই পুত্রকে শিক্ষা প্রদানে সক্ষম ;—দরিদ্র স্বীয় কুটীর মধ্যে পরিশ্রম করত এবং ব্যবসায়ী ব্যক্তি আপন কর্ম্মশালায় নিযুক্ত থাকিয়া উক্ত কার্য্য

সম্পন্ন করে। যে পিতা স্বীয় ব্যবসায়ে মনোযোগী ও সর্ব্বদা গৃহে অবস্থান করেন, আর যাহার বাটীতে সুবিদ্বান বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা যাতায়াত করেন, এবং যে মাতা অবিরত গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ও যিনি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনার্থ ও সদ্ব্যবহার হেতুক সাধারণের দ্বারা মান্য ও প্রিয় হন; তাহাদিগের পুত্রের নীতিশিক্ষা নিমিত্ত গ্রন্থ, শিক্ষাপ্রণালী ও অবকাশ অভাব হেতুক উৎকণ্ঠিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ তাহাদিগের স্ত্রীপুরুষ উভয়ের স্নেহ, কথোপকথন, সংসর্গ ও প্রেম দর্শনে পুত্র কাল্পনিক উপদেশ অপেক্ষা অধিক নীতিশিক্ষা করিয়া থাকে। অর্থাভাবে পুত্রকে সদ্ব্যবহার ও সুনীতি শিক্ষা প্রদানার্থ শিক্ষক নিযুক্ত করিতে অক্ষম হওয়াতে পিতা মাতার খেদের বিষয় কিছু মাত্রই নাই; যেহেতুক সে উপদেশ কখনই স্থায়ী নয়। এপ্রকার অতিরিক্ত শিক্ষায় কদাচ ফল দর্শে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি সচ্চরিত্রের নিমিত্ত বিখ্যাত, তাহাদিগের অধিকাংশই প্রায় দুরবস্থায় পালিত এবং তাহাদিগের শিক্ষার বিষয়ে কোন যত্নই করা হয় নাই।

উপদেশ দ্বারা বালকদিগকে সদ্ব্যবহার শিখান দুষ্কর বলিয়া একবারে তাহাদিগের শিক্ষা রহিত করা উচিত নয়। অবস্থানুসারে পুত্রকে শিক্ষিত করাই পিতা মাতার কর্ত্তব্য। আর অন্যের সদ্ব্যবহার দৃষ্টে তাহাকে নিজ চরিত্র সংশোধন ও সৎকর্ম্ম করিতে দেওয়াও কর্ত্তব্য।

পিতৃভবনে পুত্রের যে শিক্ষা হয়, তাহা আবশ্যক বটে, কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ শিক্ষা হয় না। বক্রী যাহা থাকে,

জগদীশ্বর স্বয়ং তাহা বিস্তারিত ও ফলদায়ীরূপে প্রদান করেন। কোন ব্যক্তির আত্মশ্লাঘী, অহঙ্কৃত, অবিবেচক ও লম্পটপুত্র অল্পবয়সে বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে তাহার পিতার খেদের বিষয় বটে, কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় তাহার সে স্বভাব অনায়াসেই শোধিত হইতে পারে। পুত্রের দোষ শোধনার্থ বিশিষ্ট উপায় থাকিলেও পিতা স্নেহ বশতঃ তাহা অবলম্বন করিতে পারেন না। দুঃসাহসী ও অবিবেচক যুবককে শান্ত, ধীর ও বিবেকী; এবং নির্ব্বোধ, ভোগাসক্ত যুবতীকে বুদ্ধিমতী স্ত্রী ও স্নেহান্বিত মাতা হইতে দেখা যায়। এই প্রকার চরিত্র পরিবর্ত্তনের কারণ এই যে পরমেশ্বর তাহাদিগের মনের অস্থৈর্য্য ও বৈরক্তি দূর করিয়া সদ্ব্যবহারে উৎসাহ জন্মাইবার জন্য তদীয় রূপলাবণ্য ভ্রষ্ট, অহঙ্কার খর্ব্ব, ঐশ্বর্য্য লাভে নিরাশ ও ধনক্ষয় করিয়া থাকেন। দুঃখে পতিত হইলে গর্ব্বীর স্বভাব সরল হয়, বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে বুদ্ধিজীবী শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করে এবং পরিশ্রমী ব্যক্তি নিজ ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইলে তাহার মানসম্ভ্রম বৃদ্ধি, আর আন্তরিক গুণ সমূহ প্রকাশিত হয়। কোন দোষই এমত বদ্ধমূলক নহে, যে তাহা দীর্ঘকাল অবস্থা জনিত শিক্ষা দ্বারা শোধিত হইতে পারে না, এবং আমাদিগের বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে, যে সর্ব্বদোষ শোধনকর্ত্তা পরমেশ্বর দোষী ব্যক্তিদিগকে লোকান্তরে শিক্ষা প্রদান করিয়া তদীয় চরিত্র শোধন করেন। যেরূপ অবস্থা বশতঃ লোকে সুশিক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। ধর্ম্মযাজক উচ্চৈঃস্বরে

উপদেশ প্রচার করেন ও পাপীদিগের প্রতি দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করিতে বিরত হন না, জ্ঞানিব্যক্তি নীতিশিক্ষা দিয়া থাকেন ও সদ্বক্তারা প্রচলিত কুব্যবহারের বিপরীতাচরণের আবশ্যকতা প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত দোষ যাহা সধন বা দরিদ্রাবস্থা, ও অজ্ঞতা কিম্বা অতিরিক্ত সভ্যতা বশতঃ ঘটিয়া থাকে, তাঁহাদের তাহা উপদেশ দ্বারা সংশোধিত হওয়া দুষ্কর। কেবল একটী অফলদায়িক যুদ্ধ, বাণিজ্য সংক্রান্ত ক্ষতি অথবা একটী অভূতপূর্ব্ব বিপদ উপস্থিত হইলে লোক সমূহের মনে তাহার দূষ্যতার দৃঢ় সংস্কার জন্মে। সামাজিক জনগণের অহঙ্কার মনঃপীড়া হেতুক শোধিত, তাহাদিগের ভোগাসক্তি, ধনক্ষয় বশতঃ শোধিত এবং তাহাদিগের প্রভুত্ব করিবার বাসনা জাতীয় অপমান হেতুক শোধিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত উপায় ব্যতীত উপদেশ অথবা অন্যবিধ উপায় দ্বারা এদোষ নিবারিত হয় না।

অসঙ্গত আশার বিষয় বিবি বারবল্ডের যে প্রসিদ্ধ রচনা আছে, তাহারও কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

অসঙ্গত আশা

——"অমুক ব্যক্তি অতি ক্ষুদ্রমনাঃ ও অসৎ হইয়াও অধিক ধন সংগ্রহ করিয়াছে বলিয়া তুমি জগদীশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাক; কিন্তু তাহা অতি অকর্ত্তব্য। যেহেতুক যেব্যক্তি অর্থোপার্জ্জনার্থ নীচ ও দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়াছে এবং শারীরিক স্বাস্থ্য, ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা বিনষ্ট

করিয়াছে। এমত লোক কখনই তোমার হিংসার পাত্র নহে; এবং তাহার ঐশ্বর্য্য দৃষ্টে অধোবদন ও লজ্জিত হওয়া তোমার অনুচিত। আপন ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া আপনাকে তোমার এই প্রবোধ দেওয়া কর্ত্তব্য, যে আমি পবিত্র সুখসন্তোষভোগী হইয়া ধন ঐশ্বর্য্য হীন পদার্থ বিবেচনায় তাহা বাসনা না করাতে আমি প্রাপ্ত হই নাই।

তোমার স্বভাব অতি কোমল, নম্র, ধীর, স্বাধীন ও বাচালতাশূন্য বলিয়া জনসমাজে আপন উন্নতি হেতুক অন্যকে অপদস্থ করত নিজ গুণ কীর্ত্তন করিতে তুমি অক্ষম; অতএব তোমার কর্ত্তব্য এই যে নির্জ্জনে থাকিয়া আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কর্ত্তৃক মান্য হইয়া নির্ম্মলচিত্তজনিত সুখভাগী এবং দয়াবান্ ও উদারচিত্ত হইয়া সন্তুষ্ট থাক, এবং সাংসারিক যশঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত যাহারা চেষ্টা করিতে পারগ, তাহারাই করুক।

যে ব্যক্তি যথার্থ ধার্ম্মিক ও নীতিজ্ঞ, সে সর্ব্বদা সশঙ্কিত; পাছে অন্য কেহ বিরক্ত করে, এমতে ধন ও মান লাভের উপায় উদ্ভাবনে প্রতিবন্ধক দৃষ্টি করত সে কহিয়া থাকে, যে যদ্যপি আমি নিজ মন হইতে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্দেহ দূর করিয়া আমার প্রতিবাসীদিগের ন্যায় ব্যবহার ও মতাবলম্বন করিতাম, তাহা হইলে অন্যের মত উচ্চপদ ও মানসম্ভ্রম প্রাপ্ত হইতাম! নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধমতি দৃঢ়তর পরীক্ষাতেও পরাঙ্মুখ হয় না; আন্তরিক অনুতাপ, ও বিরক্তিশূন্যতা, নির্ম্মল ও সরল ব্যবহার, এবং অকপট সাধুতা বশতঃ তুমি পরম সুখ ভোগ কর; এবং যাহার

নিমিত্ত সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহাতে যদ্যপি সন্তুষ্ট না হও, তবে এক্ষণেই তোমার মন হইতে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ক সন্দেহ দূর করিয়া অর্থকর কোন অধম উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য ; কারণ ধর্ম্মের গৌরব লাভে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট না হয়, তাহার পক্ষে পাপের পুরস্কার ত্যাগ করা অনুচিত।

পুরাকালিক নীতিশাস্ত্রবেত্তারা যে ধর্ম্মজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়-সুখ পৃথক্ বস্তু বিবেচনায় ইদানীন্তন নীতিজ্ঞদের ন্যায় তাহাদিগের উভয়ের পরস্পর সঙ্গতত্য প্রমাণ করিতে সচেষ্টিত হয়েন নাই, ইহা অতি প্রশংসনীয়। সাধারণ জনগণকে শিষ্য না করিয়া তাহারা আপনারা সাংসারিক ব্যাপার হইতে অপসৃত হইয়া জ্ঞানালোচনা করিতেন। আর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে কি কষ্ট সহ্য করা আব-শ্যক, তাহা তাঁহারা আপনারা স্পষ্টরূপে প্রদর্শনপূর্ব্বক সকলকে কহিতেন, এ কর্ম্মের এই উপযোগী। অতএব, এবিষয়ে অস্বীকৃত হইলে সামান্য লোকদিগের মত ব্যবহার করাই বিধেয়।

সঙ্গত ব্যবহারের ন্যায় আর কিছুতেই স্বভাবের এত উন্নতি করিতে পারে না। অন্যায় কর্ম্মও ধৈর্য্য ও ব্যগ্রতা-পূর্ব্বক কৃত হইলে জনসমাজে প্রশংসনীয় হয়। একটী আবশ্যকীয় কর্ম্ম মনোনীত করিয়া তৎসাধনে যাবজ্জীবন নিযুক্ত হওয়া বুদ্ধিমানের চিহ্ন। এই প্রকারে জুলিয়স সি-জার বিখ্যাত হয়েন। উচ্চপদ প্রাপ্তির নিমিত্ত তিনি অন-ন্যমনাঃ হইয়া পরিশ্রম করাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

লোকের মুখশ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, তাহাদিগের চরিত্রও তদ্রূপ, এবং একজনের উৎকৃষ্ট গুণ অপর জনেতে সঞ্চালিত হয় না। কোন ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়তা ও কঠিন অন্তঃকরণ হেতুক সাধারণ জনগণের অভিপ্রায় অগ্রাহ্য পূর্ব্বক শৃঙ্খলামতে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করেন বলিয়া যে তাঁহার দয়া ও বন্ধুত্ব ভাব থাকিবেক, এমত বলা যায় না। অতএব, কিয়দ্দিবসাগতে তাঁহার কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি ব্যগ্রতা পূর্ব্বক তাঁহাকে আহ্বান, অথবা অন্য কোন বিষয়ে উৎসাহ, আমোদ ও উদার স্বভাব প্রকাশ করিলে বিরক্তির বিষয় নহে। অন্য এক জনের প্রবল উৎসাহ, দৃঢ় সাধুতা, পাপের প্রতি বিশেষ ঘৃণা ও তাহা দমনার্থ নির্ভয়তা থাকিলেও তিনি অপ্রিয়বাদী হইতে পারেন; এবং সত্য কথা ও এমত কটু ও কর্কশরূপে প্রকাশ করেন যে আত্মীয় লোক তদ্দ্বারা মনঃপীড়া পায়।

ফ্লোরেন্স নাইটেনগেল।

নাইটেন্‌গেল সর্ব্ববাদি সম্মতরূপে পরহিতৈষিণীছিলেন। রাজপুরুষদিগের অযোগ্যতা ও অমনোযোগিতা নিবন্ধন বীর্য্যবান্ যোদ্ধৃগণ রণস্থলে যে দারুণ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিল, তাহা মুক্ত করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বটে, কিন্তু স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে নানাবিধ সৎকর্ম্মে প্রাণপণে নিযুক্ত থাকিয়া অঙ্গনাগণকে এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যে কেবল গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া গৃহশোভাকর বস্তু

হওয়া অপেক্ষা তাহাদিগের জীবনের অধিকতর গৌরবান্বিত উদ্দেশ্য আছে। তাঁহার সৎকর্ম্মের মহৎ ফল অহরহ ধরাতলে জাজ্বল্যমান থাকাতে তদীয় অসীম উৎসাহ ও সৎকর্ম্ম যে অবিলুপ্ত ও চিরস্থায়ী হইবে, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। আমরা তাঁহাকে যতই প্রশংসা করি, তাহা কখনই অসম্ভব বা সত্যাতিরিক্ত হয় না; এবং তাঁহার চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে গুণ ব্যতীত কোন দোষই লক্ষিত হয় না।

১৮২০ খৃঃঅব্দে ফ্লোরেন্স নগরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবাবধি, স্বাভাবিক বস্তুর সৌন্দর্য্য ও মানবজাতির মানসিক মহাত্ম্য দর্শনে তিনি সাতিশয় পুলকিত হইতেন।

পিতার উপদেশে তিনি অনায়াসেই নানা ভাষায় ও নানা বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছিলেন। জ্ঞানান্বেষণার্থ তিনি মিশর নগরে যাত্রা করিয়া তত্রস্থ পীড়িত আরবদিগকে সেবা শুশ্রূষা করাতে পরহিতৈষিতার বিষয়ে তাঁহার নিপুণতা ও বিচক্ষণতা প্রথম প্রকাশ পায়। ইংলণ্ডে যে স্থানে নাইটেনগেল বাস করিতেন, তাহা অতি রম্য ও বৃক্ষলতাদি দ্বারা এমত সুশোভিত ছিল, যে তথায় থাকিলে মন স্বভাবতঃ নির্ম্মল ও ধার্ম্মিক হইয়া উঠিত।

সাধারণ জনগণের হিতার্থ অনেকে পাঠশালা, চিকিৎসালয় প্রভৃতিতে কালযাপন করিয়া থাকেন, কিন্তু এপ্রকার পরিশ্রমে স্বাভাবিক ক্ষমতা না থাকিলে ক্লেশ বোধ হয়। এমত অনেক সৎলোক আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়, যাহারা

রোগীর সাহায্যে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে প্রস্তুত, কিন্তু রক্ত দর্শনে অক্ষম; এবং অতিশয় দয়াধর্ম্ম সত্ত্বেও তাঁহারা দুর্গন্ধকে বিষজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। সুখসম্পত্তি ভোগে পরাঙ্মুখ হইয়া পরদুঃখ মোচনার্থে নাইটেন্‌গেল এমত সমস্ত বিপদে আপনাকে পতিত করিয়াছিলেন, যে তাহা হইতে বেতনভোগী রাজপুরুষগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।

নাইটেন্‌গেল স্বাভাবিক পরহিতৈষিতা বশতঃ লির্হষ্ট ও এম্‌ব্লি নগরবাসীদিগকে সদুপদেশ প্রদানে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেন। স্বার্থহীনা হইয়া রাজধানীস্থ কারাগার ও চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানে তিনি এমত যত্নশীলা হইলেন, যে নগরস্থ লোকেরা তাঁহার চরিত্র দর্শনে সাতিশয় চমৎকৃত হইয়াছিল।

স্বশ্রেণীস্থ লোকদিগের মধ্যে থাকিয়া তিনি পুরাকালের মহাপুরুষদিগের ন্যায় পরোপকারে নিযুক্ত ছিলেন, এবং ইদানীন্তন লোকের মত ধনাভিলাষী ও বেশভূষাবিলাসী হইয়া সুখাসক্ত ও ধর্ম্মবর্জ্জিত হইতেন না। যৎকালে দেশদেশান্তর হইতে সমাগত আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি দর্শনার্থ ইউরোপ খণ্ডবাসীরা লণ্ডন নগরে যাত্রা করেন, তখন, তিনি কএক জন হিতৈষিণী স্ত্রীলোকের সহিত কেইসরওয়ার্থ নগরস্থ চিকিৎসালয়ে কাল যাপন করিতেছিলেন। যদিও তিনি লণ্ডন নগরে রোগীদিগের বাসোপযোগী কোন উৎকৃষ্টতর আবাস স্থাপনের উপায় উদ্ভাবনে সমর্থ হন নাই, কিন্তু তদানীন্তন রাজপুরুষদিগের অজ্ঞতা হেতুক

চিকিৎসালয়ে যে সমস্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া শত শত লোকের প্রাণ নষ্ট হইত, তাহা নিবারণার্থ উপদেশ প্রদানে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ১৮৫৪ খৃঃঅব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করত তত্রত্য একটী চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রবৃত্ত হইলেন; এমত সময়ে অকস্মাৎ রুসিয়াতে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে তথায় তাঁহাকে গমন করিতে হইল।

প্রচুর অর্থ ব্যয় হইলেও কর্ম্মচারিগণের অমনোযোগ হেতুক সৈন্যদিগের আহার ও বাসস্থানের এরূপ ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল, যে তাহাদিগের মধ্যে অচিরাৎ দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় উপস্থিত হইল। এই দুরবস্থার বার্ত্তা ইংলণ্ডীয় সাধারণ জনগণের কর্ণগোচর হইলে তাহারা স্থির করিল, যে অনেকে যথাসাধ্য অর্থ প্রদান পুরঃসর এই ক্লেশ নিরাকরণে ব্যগ্র আছে; কিন্তু সে অর্থ রাজপুরুষদিগের হস্তে ন্যস্ত হইলে তাহা বিফল হইবেক; অতএব এ বিষয়ের অধ্যক্ষতা হেতুক কোন এক উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত করা আবশ্যক। বিবি ফারেষ্টারের প্রতি উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনীত করণের ভার অর্পিত হওয়াতে তিনি নাইটেন্‌গেলকে ঐ পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। নাইটেন্‌গেল ঐ পদ গ্রহণে স্বীকৃতা হইলে সাধারণ লোকে তাঁহাকে পরিহাস করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি দূরদর্শিতা হেতুক উপহাস অগ্রাহ্য করিয়া কেবল ভাবী উপকারের প্রতি দৃষ্টিপাত করত কোন প্রতিবন্ধক না মানিয়া ১৮৫৪ খৃঃঅব্দে আক্টোবর মাসে রণস্থলে যাত্রা করিলেন। এই সৎকর্ম্মে

তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া অনেক স্ত্রীলোক তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। আর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিনী অঙ্গনাগণও নিজ নিজ মতের অনৈক্যতার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগী না হইয়া কেবল সাধারণের উপকারের প্রতি দৃষ্টি করত একাগ্রচিত্তে তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।

অনেকে ঐ সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইয়াও এই ধর্ম্মপরায়ণা মহিলাগণের ইয়ুরোপ যাত্রা কালীন তাহাদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিলেন। নাইটেন্‌গেলের সামান্য পরিচ্ছদ দর্শনে পেরিস নগরবাসীরা বিস্ময়াপন্ন হইল; কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া ত্বরায় ৫ই নবেম্বর তারিখে স্কুটারিও নগরস্থ চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষতা পদ গ্রহণ করিলেন। নাইটেন্‌গেল তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, ইন্‌করমানের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আহত অনেক যোদ্ধা আইল। রোগীদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা অতি অপকৃষ্ট; অতএব, নাইটেন্‌গেল ও তাঁহার সঙ্গিনীগণ সে স্থানে উপস্থিত থাকিয়া দৃঢ়তা ও একাগ্রতা সহকারে রাজপুরুষদিগকে আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে বিশেষ উপদেশ প্রদান না করিলে যুদ্ধক্ষেত্র অপেক্ষা উক্ত চিকিৎসালয়ে দ্বিগুণ প্রাণিবধ হইত। যৎকালে ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত সৈন্যের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি রাজপুরুষদিগের ঔদাস্যে বেলীক্লাভার তুষারে অথবা কনেষ্টাণ্টিনোপলের কর্দ্দমোপরি নষ্ট হইতেছিল, তখন নাইটেন্‌গেল প্রগাঢ় অনুরাগ সহকারে এক এক সময়ে ক্রমাগত বিংশতি

ঘণ্টা পর্য্যন্ত নূতন সমাগত পীড়িত যোদ্ধাদিগকে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করণে, আহারাদি বিতরণে, সাজ্ঘাতিক ওলাউঠা রোগকালীন সান্ত্বনা প্রদানে, অতীব ক্লেশকর অস্ত্র চিকিৎসা দর্শনে নিযুক্ত ছিলেন। যে সমস্ত ভয়ানক রোগ দর্শনে অপর লোকে হতজ্ঞান ও অবসন্ন হয়, সেই সকল রোগে রুগ্ন ব্যক্তিদিগের মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাদিগের শুশ্রুষায় সেই কৃশাঙ্গী ও দয়াশীল মহিলা প্রাণপণে নিযুক্ত ছিলেন। যোদ্ধাদিগের আহার ও পরিচ্ছদোপযোগী দ্রব্যাদি তথায় উপস্থিত হইলেও তৎসংক্রান্ত নিয়মানুরোধে তাহা সুব্যবহৃত হইত না, কিন্তু নাইটেন্‌গেল সে দুর্নিয়ম উঠাইয়া দিলেন। যোদ্ধারা পাদুকা ও পরিচ্ছদাভাবে শীতে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিলেও ঐ সমস্ত দ্রব্য ভাণ্ডারে স্তুপাকারে থাকিয়া সরদি ও কীট দ্বারা বিনষ্ট হইত, তত্রাচ তাহা কখন বিতরিত হইত না। এরূপ বিশৃঙ্খলা পরিশোধনার্থ নাইটেন্‌গেল বিশেষ যত্নশীল ছিলেন; এবং যোদ্ধাদিগের দুঃখ দর্শনে কাতর হইয়া এককালে উপরোক্ত নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক বল দ্বারা ভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিয়া দ্রব্যাদি বিতরণ করিলেন। অখ্যাতি এবং সুখ্যাতি উভয়ই অগ্রাহ্য করিয়া নাইটেন্‌গেল এই মহৎ কর্ম্মের অনুবর্ত্তিনী হওয়াতে অনেকে তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। ডার্ডিনেলিস ও বস্ফরসের তটস্থ চিকিৎসালয়ে এক কালীন পাঁচ সহস্র রোগী উপস্থিত হওয়াতে তাহাদিগকে শুশ্রুষা করিতে তাঁহার পক্ষে এমত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল, যে বিবি ষ্টেন্‌লি ১৮৫৫

অব্দের জানুয়ারি মাসে ৫০ জন পরিচারিকা সহিত তথায় উপস্থিত না হইলে তিনি তথাকার অধ্যক্ষতা ভার গ্রহণে সমর্থ হইতেন না। এই সদ্বিষয়ে তাঁহার অলৌকিক পরিশ্রম দ্বারা সাধারণ জনগণ কর্ত্তৃক সাতিশয় প্রশংসিত হওয়াতে তাঁহার বিপক্ষ রাজপুরুষগণ ভীত হইয়া তাহাদিগের অসঙ্গত ও অকর্ম্মণ্য নিয়ম যাহা এতাবৎকাল পর্য্যন্ত রোগী-দিগের ক্লেশ নিবারণে প্রতিবন্ধক স্বরূপ ছিল, তাহার কিয়দংশ পরিবর্ত্তন করিল। কিন্তু পীড়ার এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল, যে চিকিৎসকের মধ্যে কেবল এক জন সুস্থ ছিলেন, এবং তিনিই উক্ত চিকিৎসালয়ে একুশটী ঘরে যে সমস্ত রোগী ছিল, তাহাদিগকে যৎসামান্য চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। কিন্তু কি সাংঘাতিক পীড়া, কি মৃত্যু, কিছুতেই নাইটেন্‌গেলকে শঙ্কিত করিতে পারিল না। যে স্থানে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর হস্ত দৃষ্ট হইত, সেই স্থানেই এই অদ্বিতীয়া স্ত্রী উপস্থিত থাকিয়া রোগীদিগকে মৃত্যু যন্ত্রণাকালীনও সান্ত্বনা করিতেন। রজনীযোগে যৎকালীন পৃথিবী নিঃশব্দ ও অন্ধকারাবৃত এবং চিকিৎসকগণ নিদ্রিত থাকিতেন, তিনি একটী প্রদীপ হস্তে ধারণ করত একাকী রোগীদিগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন। দিনমানে পীড়ার যন্ত্রণা সামান্য, কিন্তু রাত্রিকালে তাহা ভয়ানক হইয়া উঠে, তৎকালে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গগণ, নীরব, কিন্তু পীড়িত যোদ্ধৃগণের ক্লেশ অসীম এবং তাহাদিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণে পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তিরও অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয়। তাহাদিগের মধ্যে কেহ বা স্বপ্নাবস্থায় দুর্গস্থ পরিখা

মধ্যে, অথবা ইন্‌কারমানের যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত শোণিতাবৃত হইয়া বোধ করে যে স্বীয় প্রাণ স্বদেশের গৌরব রক্ষার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে; কেহ বা আসন্নকাল উপস্থিত হওয়াতে, মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিতে অসক্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে; কেহ বা সাংঘাতিক যক্ষ্মাকাসগ্রস্ত হইয়া, এই ভয়ানক সময়ে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

এমত সময়ে, নাইটেন্‌গেলের বাক্য শুনিয়া ও তাঁহাকে দেখিয়া যোদ্ধৃগণ মৃত দেহে প্রাণ প্রাপ্ত হইয়া যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিবেক, তাহাতে আশ্চর্য্য কি। তাহারা (শত শত ব্যক্তি) অতিশয় কাতরাবস্থায় এক স্থানে পতিত থাকিয়া তাঁহার আগমনে সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া সুস্থির হইত।

নাইটেন্‌গেলের কর্ম্ম যেরূপ পবিত্র, লাবণ্যবিরহেও তাঁহার আকৃতি তদ্রূপ নম্র ও মনোহর ছিল! যে তাঁহাকে একবার দেখিত, সে তাঁহার মুখ কদাচ বিস্মৃত হইতে পারিত না, হাস্যকালে তাঁহার মুখ অতি মনোহর হইত, ও তাঁহার চক্ষে ও আর আর মুখশ্রীতে সাহস ও অধ্যবসায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইত যদিও তিনি স্বাভাবিক ধীর ও গম্ভীর ছিলেন, তথাচ তাঁহার পরিহাসের ক্ষমতা সামান্য ছিল না। বৈষয়িক ব্যাপারের কথোপকথনে তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও একাগ্রতা লক্ষিত হইত। বিশেষ, অন্যের উপর প্রভুত্ব করিতে ও আপনার রাগদ্বেষাদি দমনে ও অন্যকে তোষণে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার বৈষয়িক জ্ঞান অতি প্রগাঢ় ছিল। তাঁহার সাহস এমত

অসাধারণ ছিল, যে অতিশয় ক্লেশজনক অস্ত্র চিকিৎসা দর্শনেও তিনি কদাচ শঙ্কিত হইতেন না।

তাঁহার সৎকর্ম্মের সহকারিণী ও প্রিয় সখী স্মাইর্থ প্রাণত্যাগ করিলে তিনি অতিশয় কাতর হওয়াতে তাঁহার স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। মন পীড়িত হইলে শরীর অসুস্থ হয়। কোন কর্ম্ম না থাকিলে অবসর বশতঃ মনুষ্য যেমন নিরর্থক চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকে, শোক উপস্থিত হইলেও তদ্রূপ হয়। এইরূপে শোকাভিভূত হওয়াতে তিনি দারুণ জ্বর রোগাক্রান্ত হইলেন। ধর্ম্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হেতুক তিনি প্রথমতঃ জ্বরের যন্ত্রণা শান্ত চিত্তে সহ্য করিয়া অবশেষে তদ্দ্বারা একবারে পরাভূত হইলেন। তিনি পীড়ায় সাতিশয় কাতর হইলেও বাটীতে প্রত্যাগমন না করিয়া যে অর্ণবপোতে বালক্লাভা হইতে স্কুটারিওতে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; এবং আরোগ্য লাভ করিলে, উক্ত নগরে যুদ্ধ হত সৈন্যগণের স্মরণার্থ একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ তথায় স্থাপন করিয়া তদুপরি তাহাদিগের বিবরণ চারি ভাষায় মুদ্রিত করেন। স্বাভাবিক আত্মশ্লাঘাশূন্যতা হেতুক তাঁহারই অভিপ্রায়ে যে ঐ কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল, ইহা উল্লেখ না করিয়া মহারাজ্ঞী ভিক্‌টোরিয়া ও তদীয় প্রজাগণের অভিমতানুসারে হইয়াছে, এমত ব্যক্ত করিলেন। ১৮৫৫ খৃঃঅব্দে মহারাজ্ঞী ভিক্‌টোরিয়া হইতে "সেণ্ট জর্জ্জের ক্রশ নামক একটী সম্মানের চিহ্ন, তুরস্কাধিপতি হইতে এক খানি জড়াও বাজু ও ইংলণ্ডস্থ সাধারণ জনগণ

হইতে একটী বিশেষ পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ যে টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা তিনি গ্রহণ না করিয়া ১৮৫৬ খৃঃঅব্দে জনসমাজ মধ্যে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব ও সদ্বিবেচনা ও তাঁহার গ্লানিকারকদিগের প্রতি ভর্ৎসনা প্রকাশ পায়। পরহিতার্থে নূতন নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেই তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন, এবং তাহা সিদ্ধ হইলেই তাঁহার পরিশ্রমের পুরস্কার বোধ করিতেন।

সৈনিক পুরুষদিগের শারীরিক স্বাস্থ্য বিধানার্থ ১৮৫৬ খৃঃঅব্দে কএকটী সুনিয়ম স্থাপিত করিয়া তিনি স্বীয় অবিশ্রান্ত উৎসাহের বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার পর হিতৈষিতা সর্ব্বসাধারণ জনগণের প্রতি বিকসিত ছিল, এবং তিনি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েতেও অমনযোগী ছিলেন না, এই হেতুক তাঁহার অলৌকিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বহুদর্শিতা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে। রোগীদিগের শুশ্রুষার বিষয়ে তিনি সম্প্রতি যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে সাধারণ কুসংস্কার হেতুক যে সমস্ত অত্যাচার ঘটিয়াছে, তৎপ্রতিকুলে স্বীয় অভিপ্রায় নির্ভয়ে এবং দয়ার্দ্র চিত্তে ব্যক্ত করিয়াছেন।

সভ্য আলোচনা হেতুক পুর্ব্বের কুপ্রথা প্রচলিত হইবার পক্ষে তিনি প্রতিবন্ধক স্বরূপ হওয়াতে অনেকে তাঁহার বিপক্ষতা করিতে প্রবৃত্ত হইল। উপরোক্ত বিষয়ে নাইটেনগেল যাহা লিখিয়াছিলেন, গুরু যে প্রকারে ছাত্র

বৃন্দকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, তদ্রূপে রচিত হওয়াতে আত্ম-শ্লাঘা প্রকাশ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু কুরীতি সংশোধনার্থ কে না এরূপ করিয়া থাকে। উপস্থিত যুদ্ধে সৈনিক পুরুষ-দিগের জ্বর ও অন্যান্য রোগে পীড়িতাবস্থায় তাহাদিগের শুশ্রূষায় অমনোযোগ হেতুক যে বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা যাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তা-হারা নাইটেনগেলের চিকিৎসা-প্রণালী অসঙ্গত বোধ করে বটে, কিন্তু তাঁহার সাধুতা, ঐকান্তিকতা ও বহুদর্শিতার বিষয় বিবেচনা করিলে উহা কখনই দূষ্য বলিয়া বোধ হয় না।

বিবি নাইটেন্‌গেল যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য নহে বলিয়া অনেকে যে তাঁহার নিন্দা করিতেন, তৎপ্রত্যুত্তরস্বরূপ তিনি কহেন "দুইটি অনুচিত ও অসংলগ্ন বাক্য যাহা সর্ব্বত্র প্রচার আছে, তৎপ্রতি অঙ্গনাগণের কদাচ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য নহে। যথা,—প্রথম, চিকিৎসা ইত্যাদি যে সকল কর্ম্ম পুরুষেরা করিয়া থাকে, তাহা স্ত্রীলোকদিগের করা অকর্ত্তব্য। আর ইহাতে যে পুরুষদিগের বিশেষ পটুতা আছে এমত নহে, তবে কেবল তাহারা করিয়া থাকে বলিয়া করিবেক ;—দ্বিতীয়, পুরুষেরা যে কর্ম্ম করে, তাহা স্ত্রীলোকের করা অকর্ত্তব্য, কারণ পুরুষের ও স্ত্রীলোকের ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু এই দুইটি কথা নিতান্ত অলীক। এ কথার প্রতি মনোযোগ না করিয়া স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য, যে ধর্ম্মকর্ম্মে তাহাদিগের সমস্ত ক্ষমতা পর্য্যবসিত করে। উপরোক্ত

দুইটি কথাতে কেবল ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে, যে সাধারণ অভিপ্রায়ানুসারে লোকের কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা কহিয়াছেন, যে সে প্রকারে চলিলে কেহ কখন কোন সৎ বা হিতজনক কর্ম্ম করিতে পারে না।"

"লোকে বলিবেক, যে ইনি কি আশ্চর্য্য স্ত্রী, এই জন্য তুমি যে সৎকর্ম্ম করিবে তাহা নহে। আর এ কর্ম্ম স্ত্রী-লোকের উপযুক্ত নহে, ইহা শুনিয়া যে তুমি কোন কর্ম্মে নিরস্ত হইবে, ইহাও অবিধেয়।"

"স্ত্রীলোক দ্বারা যে কর্ম্ম সুসাধ্য নহে, সে কর্ম্ম তাহারা করিলেই যে সৎ কার্য্য বলা যাইবেক, এবং পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্ত্রীলোক করিলেই যে তাহাকে অসৎ কার্য্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক, এমত নহে। এ সমস্ত অমূলক কথার প্রতি মনোযোগী না হইয়া এবং কোন্ কর্ম্ম স্ত্রীলোকের করা উচিত ও কোন্ কর্ম্ম অনুচিত, ইহা বিচার না করিয়া সরল ভাবে জগদীশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে নিযুক্ত থাক।"

তাঁহার প্রাগুক্ত গ্রন্থে এতাদৃশ সাহস ও বুদ্ধিমত্ত্বা প্রকাশ পাইতেছে, যে স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নতির ঐ গ্রন্থই যে প্রধান, তাহা বলা অত্যুক্তি নহে। স্ত্রীলোক হইয়া রোগীদিগের আবাসের দোষ গুণ, রোগের লক্ষণ ও ঔষধের উপযোগিতা বিবেচনা এবং চিকিৎসকদিগের কুব্যবহার উপলক্ষে পরিহাস করাতে যদিও অনেকে বিরক্ত হন, তথাচ ইহাতে যে সদুপদেশ আছে, তৎপাঠে লোকের বিলক্ষণ জ্ঞান জন্মিতে পারে। বিদেশে তাঁহার কার্য্য

শেষ হইলে স্বদেশস্থ লোকেরা সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিতে উদযুক্ত হইল; যেহেতুক তিনি তাহাদিগের মান সম্ভ্রম সাতিশয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বভাব এতাদৃশ নম্র ওনিরভিমান ছিল, যে তিনি এই জয়ধ্বনি সময়ে তাঁহার নিমিত্ত যে যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা দেশে না আসিয়া ফ্রান্সদেশে আগমন করত রাত্রিযোগে তথাকার একখানি ক্ষুদ্র নৌকা দ্বারা বাটী আইলেন। তিনি কহেন, যে সাংসারিক সম্ভ্রম ও গৌরব লাভ অভিলাষে অনেকে প্রকৃত কর্ম্মের ব্যাঘাত করিয়া থাকে।

তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কি স্বদেশস্থ কি বিদেশস্থ পীড়িত সৈন্যদিগের উপকারার্থ যত্নশীল ছিলেন, এবং প্রকৃত ধর্ম্মাচরণের পুরস্কারও পাইয়াছিলেন। খ্রিষ্টিয়ান ধর্ম্মসংক্রান্ত নিম্নোদ্ধৃত আদেশানুসারে তিনি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। যথা,—

"দীন হীন অনাথের শুনিয়ে বিলাপ।
বিমুখ না হয়ে তায় বোধ কর তাপ॥"

যদিও যুদ্ধস্থলে সর্ব্বদা মানব-দুঃখ দর্শনে তাঁহার মানসিক বৃত্তির কাঠিন্য হইয়াছিল, তথাচ অন্যের সুখ দুঃখে তাঁহার সুখ দুঃখ উপস্থিত হইত। অসাধারণ ক্লেশ সহ্য করাতে যদিও তাঁহার কোন কোন বিষয়ে উৎসাহের কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা হইয়াছিল বটে, তথাচ তাহাতে তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে ঐকান্তিকতার অধিক দীপ্তি হইয়াছিল। লোকের বাহ্যিক আকৃতি দর্শনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কেহই পরি

মাণ করিতে পারে না। কিন্তু নাইটেনগেলের মুখচন্দ্র দর্শনে তাঁহার মানসিক বৃত্তির অনেক জানা যাইত।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

Printed at the MOODEEALLY Mitter Press Published by B. N. Dutta